# দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

# আল কোরআন আর্কাইভ- ২০১৫

## দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

## নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

## ২০১৫ ঈসায়ী

# সূচিপত্র

বদর যুদ্ধের ব্যাপারে বর্ণিত আয়াতসমূহ..... ৪

(পবিত্র কুরআনের দাবি) যাদের বিরুদ্ধে নবী মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর দরবারে উম্মতের বিচারপ্রার্থী হবেন..... ১০

কোরআন গবেষণা এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা..... ১৫

লূত্ব আঃ এর সম্প্রদায় ও বর্তমান জাহিলিয়্যাত..... ১৮

প্রত্যেক যুগের অপরাধীরা ঐ যুগের নবীর শত্রু ছিল..... ২২

জিহাদের পথে কষ্ট ও বিপদ প্রতিরোধের পাঁচটি আয়াত যা থেকে অনেকেই গাফেল..... ২৩

আত্ব ত্যাইয়াতুল-মানসূবাহ..... ২৭

কুরআন অনুধাবন (পর্ব উত্তর-প্রশ্ন ও লেকচার) - শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি..... ৫৪

# বদর যুদ্ধের ব্যাপারে বর্ণিত আয়াতসমূহ

আবু মুহাম্মাদ

Senior Member

০১-১৭-২০১৬

**قوله تعالى: قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ[آل عمران: 13]**

নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষনীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।

**وقوله تعالى: كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ (5) يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (11) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ (12) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (13) ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ**

**(14) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ (18)**

**إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ** (19) **سورة الأنفال**

যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে। আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কন্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে, যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়। তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। আর আল্লাহ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তির অধিকারী হেকমত ওয়ালা। যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন তা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পা গুলো। যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে

তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্তুতঃ যে লোক আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। আপাততঃ বর্তমান এ শাস্তি তোমরা আস্বাদন করে নাও এবং জেনে রাখ যে, কাফেরদের জন্য রয়েছে দোযখের আযাব। হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান। সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত। এটাতো গেল, আর জেনে রেখো, আল্লাহ নস্যাৎ করে দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলা-কৌশল। তোমরা যদি মীমাংসা কামনা কর, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌঁছে গেছে। আর যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যদি তাই কর, তবে আমি ও তেমনি করব। বস্তুতঃ তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তোমাদের দল-বল, তা যত বেশীই হোক। জেনে রেখ আল্লাহ রয়েছেন ঈমানদারদের সাথে। ( আনফাল ৫ - ১৯ )

**وقوله تعالى:* وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا**

**وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (43)وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ(44) سورة الأنفال**

আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। আর যখন তোমরা ছিলে সমরাঙ্গনের এ প্রান্তে আর তারা ছিল সে প্রান্তে অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নীচে নেমে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে, তবে তোমরা এক সঙ্গে সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এমন এক কাজ করতে চেয়েছিলেন, যা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যাতে সে সব লোক নিহত হওয়ার ছিল, প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর এবং যাদের বাঁচার ছিল, তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর। আর নিশ্চিতই আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। আল্লাহ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন; বেশী করে দেখালে তোমরা কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন; যা কিছু অন্তরে রয়েছে। আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্যদল মোকাবেলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে বেশী, যাতে আল্লাহ সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহর নিকট গিয়ে পৌছায়।

**وقوله تعالى: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَقالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (48) إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) سورة الأنفال**

আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক, অতঃপর যখন সামনাসামনী হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছনে দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে না-আমি দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে। আর আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন। যখন মোনাফেকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, এরা নিজেদের ধর্মের উপর গর্বিত। বস্তুতঃ যারা ভরসা করে আল্লাহর উপর, সে নিশ্চিন্ত, কেননা আল্লাহ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ।

**وقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (65) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66) ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) سورة الأنفال**

হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন। এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য দূর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ লোক বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে। নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

**وقوله تعالى: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ القمر: 45**

এ দল তো সত্ত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৭৬০

# (পবিত্র কুরআনের দাবি) যাদের বিরুদ্ধে নবী মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর দরবারে উম্মতের বিচারপ্রার্থী হবেন

ABU SALAMAH

Senior Member

০৪-২০-২০১৬

সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে এই আকাক্সক্ষা সকলের মধ্যেই বিদ্যমান যে, কাল কেয়ামতের দিন বিপদের সময় তিনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন, আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন এবং ঐ মহা বিপর্যয়ের মুহূর্তে খুব পিপাসায় ক্লান্ত উম্মতদের তিনি হাউজে কাউসারের সুপেয় শরবত পান করাবেন। কিন্তু পবিত্র কুরআনের সূরা ফোরকানের ৩০-৩২ নম্বর আয়াতে নবী মুহাম্মদ (সা) যে তাঁর উম্মতের একটি শ্রেণীর বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে মামলা-মোকদ্দমাও দায়ের করবেন, সে কথাটির চর্চা খুব কমই হয়ে থাকে। অথচ এটি এমন একটা ভয়ের কথা যেদিকে আমাদের দৃষ্টি অধিক থাকা দরকার। কারণ আল্লাহর যেই মহাগ্রন্থ কুরআন, সেটির প্রতি আমাদের অপরিসীম ভক্তি শ্রদ্ধা থাকলেও তার মর্মবাণী অনুধাবনের চেষ্টা আমরা খুব কম লোকই করে থাকি। কাজেই একথা জেনে নেয়া সকলের জন্য অপরিহার্য, তাঁর কোন্ চরিত্রের উম্মতের বিরুদ্ধে তিনি মামলা দায়ের করবেন। নবী জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনা মিরাজ রাজনীতে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও তাঁর সাথে কথা বলার মতো সৌভাগ্য অর্জনের মুহূর্তেও যিনি তাঁর উম্মতদের কথা ভুলেননি, আজ সেই দয়ালু নবী কেন ও কোন্ ধরনের উম্মতের বিরুদ্ধে রাগান্বিত হয়ে পরম প্রভুর কাছে অভিযোগ জানাবেন ও মামলা দায়ের করবেন, তা জানা সকলের একান্ত প্রয়োজন। মহানবী (সা) ‘কুরআন পরিত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে যেই শব্দে আল্লাহর দরবারে মামলা করবেন, সেই দরখাস্তের শব্দাবলিও আল্লাহ আগে ভাগে সতর্ক হবার জন্যে কুরআন মজিদে উল্লেখ করেছেন,

‘(সেদিন) রাসূলুল্লাহ বলবেন, ‘হে প্রভু! আমার উম্মতের (এ সমস্ত লোক) আল-কুরআনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল’

And the Messenger has said, "O my Lord, indeed my people have taken this Qur'an as [a thing] abandoned." (Al Furkan-২৫:৩০)।

‘কুরআন পরিত্যাগ’ বলতে কি বুঝায় তা কেবল হাদিস এবং নিজের সাধারণ জ্ঞান দিয়ে নয়, খোদ পবিত্র কুরআনের অন্য বক্তব্যের আলোকে কি বুঝায় তাই এখানে উপস্থাপন করছি, যা সকল মুসলমানেরই গভীরভাবে ভেবে দেখা অত্যাবশ্যক।

কুরআন পরিত্যাগের অর্থ হলো:

(১) কুরআন শরীফ বিশুদ্ধভাবে পাঠ না করা।

কারণ সূরা মুয্যাম্মিল-এ আল্লাহ এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ‘ওয়া রাত্তিলিল কুরআনা তারতিলা’- ‘আর তোমরা ‘তারতীল’ সহকারে শুদ্ধ ভাষায় কুরআন পাঠ করবে।’ ইলমে তাজভীদের পরিভাষায় ‘তারতীল’ শব্দের অর্থ হলো আরবি যেই অক্ষর জিহবার যেখান থেকে উচ্চারণ করার নিয়ম আরবি ধ্বনিতত্ত্ব অনুযায়ী সেই অক্ষর সেখান থেকেই উচ্চারণ করে পড়া। যেমন ‘যাল’ অক্ষরের স্থলে ‘জিম’ অক্ষর না পড়া, ‘আইন’ অক্ষরের স্থলে ‘হামযা’ অক্ষর উচ্চারিত না হওয়া ইত্যাদি।

(২) কুরআনের আয়াতের অর্থ না জানা।

পবিত্র কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর ওপর বিশ্বমানবের কল্যাণে পথনির্দেশক এবং ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, বৈধ-অবৈধের মধ্যে পার্থক্যকারী পরিপূর্ণ বিধানগ্রন্থ। এর অর্থ জানার জন্য এ কারণেই আল্লাহর নির্দেশ হলো : ‘হাত্তা তা’লামূ মাতাকুলুন- নামাজে তুমি যেসব আয়াত পড়ে থাকো, তা যেন বুঝো।’ এ আয়াতটি নাযিলের প্রেক্ষাপট অন্য কিছু হলেও কুরআন যে বুঝে পড়তে হবে সে বিষয়ে কোনো ব্যত্যয় নেই। কেউ ভাষার বিভিন্নতা কিংবা তার কোনো অবৈধ খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট মাদকতার দরুন সাধারণ জ্ঞানশূন্যতা যে কারণেই হোক, কুরআনের অর্থ অনুধাবনে অপারগ হলে সেই বাধা তার দূর করতে হবে। অর্থাৎ যখন তার অর্থ অনুধাবনের অবস্থা বর্তমান

থাকবে তখন কুরআন পাঠের সময় অর্থ বুঝার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। তেমনি অর্থ বুঝতে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা থাকলে হয়তো কেউ বলতে পারেন, আমি অনারবি, কি করে অর্থ বুঝবো? এই বলে অর্থ অনুধাবন থেকে দূরে থাকতে চাইলে, এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য না হবারই কথা। কারণ, তখন যদি আল্লাহ তাআলা পাল্টা প্রশ্ন করে বসেন যে, তুমি প্রাইমারি, হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির নির্ধারিত সকল পাঠ্যবই পড়ার সময় পেলে, বহু সময় ব্যয় করে পত্রপত্রিকার খবর পড়ার সময় পেলে, রাত-দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে জাতীয় ও বিশ্বকাপের বিভিন্ন খেলা দেখার সময় পেলে, আমার কুরআন বুঝার জন্যে তুমি কি পরিমাণ সময় ব্যয় করেছিলে? তখন এ প্রশ্নের জবাব দেয়া কারো পক্ষে বোধ হয় সম্ভব হবে না। আসলে, এটাকে অনন্তকালের সুখ-শান্তির জন্যে জরুরি মনে করা হলে, এটা কোন সমস্যাই নয়। দেশের বড় বড় যোগ্য ইসলামী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ স্থানীয় ভাষায় কুরআন মজিদ-এর একাধিক নির্ভরযোগ্য তরজমা রেখে গেছেন, যেগুলো বাজারে অতি সহজেই পাওয়া যায়। অন্তত একটি অনুবাদ সম্বলিত কুরআন শরীফ কিনেও তো নিজেও পরিবারের সকলে আল্লাহর এই নির্দেশের ওপর আমল করা যায়। তারপরও কেউ তা না করলে, কুরআন শুদ্ধ করে না পড়লে যেমন নবীর দায়েরকৃত মামলার আসামি হবে, তেমনি এভাবে অর্থ বোঝার জন্য সময় না দিলেও অভিন্ন কারণে অভিযুক্ত হবারই কথা।

### ৩. আমল বিল কুরআন

অর্থ বোঝার পর অতঃপর সে অনুযায়ী আমলে সালেহ বা আয়াতের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী আমল করার প্রশ্ন আসে। কারণ আল্লাহ বারবার পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, ‘‘ইন্নাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমেলুস সালেহাত’’- যারা সুষ্ঠু আমল করে, তাদের জন্যই জান্নাত। কেউ আমল করলো কিন্তু সেটা সালেহ বা সুষ্ঠু মানের হলো না, তাহলে আয়াতের অর্থ জানলেও আমল না করার এবং আমল করলেও তা সুষ্ঠু ও লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী না হলে সেটাও আমল না করার পর্যায় বলে বিবেচিত হবে। যেমনÑ একজন রাজমিস্ত্রি একটি পাকা খুঁটি ইট, সিমেন্ট, বালু ইত্যাদি ব্যয় করে নির্মাণ করলো কিন্তু নির্মাণ উপায়-উপকরণাদি যথার্থ মানের না হওয়াতে সেটি এক মাস পর ধাক্কা দেয়ার সাথে সাথে ভেঙে পড়লো। এক্ষেত্রে বুঝা গেল, আমল বা কাজ হয়েছে সত্য কিন্তু তা ‘সালেহ’ সুষ্ঠু বা লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী হয়নি। এটা যেমন সেই নামাজির মতো যিনি নামাজের

বাহ্যিক সব আমল পালন করেছেন ঠিকই, কিন্তু 'হুযুরি কলব' অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে, তাকে হাজির নাজির না জেনে নামাজ না পড়ায়, তার নামাজের 'আমল' হলেও মূল লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে এটাও কুরআন পরিত্যাগের একটি কাজ করা হলো।

৪. তাবলিগুল কুরআন

তদরূপ পবিত্র কুরআনে আছে, 'বাল্লিগ মা উনযিলা ইলাইক'- 'তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে', অর্থাৎ কুরআনের আয়াতে তার মাধ্যমে যেসব নিয়ম-নীতি ও শিক্ষা আদর্শ দেয়া হয়েছে, সেগুলোর তাবলিগ করো, নিজের সন্তান, পরিবার, প্রতিবেশী ও অন্যদেরকেও সব হুকুম-আহকাম পালনে অবাধ্যতাজনিত শাস্তির ব্যাপারে তাদের সতর্ক করো। কেউ যদি ইসলাম প্রচারের এই নির্দেশের ওপর আমল না করলো, 'আমর বিল মারূফ'- 'সৎ কাজের হুকুম' বা দ্বীনের দাওয়াত অপরের কাছে না পৌঁছালো, তাহলে এক্ষেত্রে সে কুরআনের উক্ত হুকুম অমান্য করে কুরআনকে পরিত্যাগ করলো। সুতরাং কুরআন পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখার অপরাধে সে অভিযুক্ত হলো।

৫. ইযহারুল কুরআন

এভাবে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ নির্দেশ করেছেন, তিনি আল্লাহর রাসূলকে পাঠিয়েছেন দ্বীন তথা ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও বিধি-বিধানসমূহকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে মানবরচিত অন্যান্য বিধি ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী তথা এগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। যেমন সূরা সাফে ইরশাদ হচ্ছে : ''হুয়াল্লাযি আনযালা রাসূলাহু বিল্হুদা, ওয়া দ্বীনিল হাক্কি, লেইউযহিরাহু আলাদ্দীনে কুল্লিহী ওলাও কারিহাল মুশরিকুন।'' অর্থাৎÑ আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে বিভিন্ন পথনির্দেশক বিধি-বিধান ও আইন-কানুন দিয়ে এ জন্য পাঠিয়েছেন, যেন তিনি আল্লাহর জীবন বিধানকে (মানবরচিত) বিধি-বিধান ও মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করেন, যদিও তাকে মুশরিক (আল্লাহর অবাধ্যরা) অস্বস্তিবোধ করবে, জ্বলে পুড়ে মরবে।

সুতরাং কেউ উপরোক্ত চারটি কাজ সম্পাদন করলেও যদি ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে আল্লাহর দীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার পঞ্চম কাজটি না করলো, 'ইযহারে দীন' ও 'ইকামতে দীনে'র প্রচেষ্টা ও আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতার দায়িত্ব পালন না

করে নির্লিপ্ত ভূমিকা অবলম্বন করলো, তিনিও এ পর্যায়ের কুরআনি নির্দেশ অমান্য করে কুরআনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন।

উল্লিখিত পাঁচটি কারণই কুরআনের আয়াতনির্ভর। কাজেই এগুলো অস্বীকারের কোন উপায় নেই। বলাবাহুল্য, মহানবী (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের একটি আদর্শ জাতি ও সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তাঁদের জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কুরআনের এই শিক্ষারই প্রোজ্জ¡ল দৃষ্টান্ত ভেসে ওঠে। অতএব, প্রতিটি ঈমানদার মুসলমানকে কেয়ামতের দিন মহানবী (সা) কর্তৃক আল্লাহর দরবারে আনীত মোকাদ্দমায় অভিযুক্ত আসামিদের তালিকা থেকে রক্ষা পেতে হলে তাদের প্রতি পবিত্র কুরআনের দাবি অবশ্যই পূরণ করতে হবে আর এ জন্য অধিক পরিমাণে কুরআন চর্চার প্রতি সকলকে মনোযোগী হতে হবে :

১. তাজভিদুল কুরআন

২. ফাহমুল কুরআন

৩. আমল বিল কুরআন

৪. তাবলিগুল কুরআন ও

৫. ইযহারুল কুরআন

কুরআনের এই ৫টি দাবি যথাযথভাবে সকলের পূরণ করা একান্ত জরুরি। অন্যথায় পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত এই আয়াতের ভিত্তিতে তার ব্যতিক্রমকারীদের বিপদের আশঙ্কা আছে বৈ কি!

(collected)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৪২০

# কোরআন গবেষণা এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা

tariq

Senior Member

০৫-১২-২০১৬

ইদানীং অনেককেই দেখা যায় পবিত্র কোরআন ও হাদিস চর্চা করছেন। বিষয়টি অবশ্যই ইতিবাচক। তবে অনেকেই কাজটি করতে যেয়ে কিছু ভুল করছেন। ফলে এটা নিয়ে নানা সময় নানা বির্তক সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে যারা কোরআনে কারিমের মাঝে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান নিয়ে সদাব্যস্ত; তারা এই ভুলটি বেশি করছেন।

প্রথমতঃ এমন গবেষকদের অনেকেরই ব্যক্তিগত আমল ত্রুটিপূর্ণ। দাঁড়ি-টুপি ইত্যাদি তো দূরের কথা, নামাজ-রোজা-পর্দার ধারেকাছেও নেই অনেকে। অথচ পরকালের মুক্তি নির্ভর করছে খাঁটি মনে শরিয়তের যথাযথ অনুসরণের ওপর। কোরআনে কারিমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বের করার ওপর নয়।

আল কোরআনে যারা বিজ্ঞানের থিওরি খুঁজে বেড়ায়, তাদের আরও একটি স্বভাব হলো, তারা হাদিস নিয়ে ততোটা মাথা ঘামায় না; যতোটা মাথা ঘামায় কোথায় কোন বৈজ্ঞানিক কি আবিষ্কার করলেন, কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক কি বললেন- সে বিষয়ে। আর সাহাবা (রা.) এবং তাবেয়িদের (রহ.) উক্তি তো তারা শুনতেও নারাজ!

এই শ্রেণির লোকেরা আব্বাসীয় শাসনকালকে (৭৫০ খ্রি.-১২৫৮ খ্রি.)

ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সময় বলে ধারণা করেন। কারণ মুসলমানরা তখন

জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিলো। কিন্তু এমন ধারণাও একটি ভুল।

এমন ধারণা ইসলামের আকিদা বিরোধী। কারণ, পবিত্র হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে,

‘সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ, অতঃপর আমার পরবর্তীদের যুগ, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের যুগ।’

তাদের আরও একটি ভুল মনোভাব হলো, তারা সর্বদা বলে বেড়ায় বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানরা যে হারে লাঞ্ছিত-অপমানিত হচ্ছে- তার মূল কারণ হিসেবে তারা চিহ্নিত করেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অনগ্রসরতাকে। অথচ মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন,

'আর তোমরা নিরাশ হয়ো না ও দুঃখ করো না এবং তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।' -সূরা আল ইমরান: ১৩৯

এ প্রসঙ্গে হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি যা এনেছি তার প্রতি পুরোপুরি অনুগত হবে।'

(শরহে সুন্নাহ)

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রয়োজনীয়তাকে কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু এগুলোকে আল্লাহতায়ালা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সফলতা ও কামিয়াবীর জন্য মূল শর্ত বানাননি। এগুলো উপকরণমাত্র।

আজকাল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এক শ্রেণির লেখকদের দেখা যায়, তারা বিভিন্ন আবিষ্কার নিয়ে কোরআনের যোগসূত্র খুঁজে বেড়ায়। আরবি না বুঝলেও তারা রাতদিন পবিত্র কোরআন শরিফের বিভিন্ন অনুবাদ-তাফসির ইত্যাদি নিয়ে বসে থাকে। যখনই খবর আসে বিজ্ঞানের অমুক নতুন আবিষ্কারটি সাধিত হয়েছে, তখনই তারা হয়রান হয়ে খুঁজে বেড়ায় কোরআনে কারিমের কোথাও এই আবিষ্কারের কথা পাওয়া যায় কিনা! অতঃপর নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে শুরু করে- আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশ' বছর আগে কোরআনের অমুক আয়াতে এই আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে।

বাজারে কোরআন ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত যে কয়টা বই আছে, তার প্রায় সবগুলোতেই কোরআনের আয়াতের অর্থকে ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক কোনো না কোনো আবিষ্কারের সঙ্গে মিল দেখানো হয়েছে। যেন বিজ্ঞানটাই প্রকৃত সত্য

এবং কোরআন অবতরণের মূল উদ্দেশ্যে। কোরআনের আয়াত দ্বারা যদি বিজ্ঞানের থিওরিকে ব্যাখ্যা করা না যায়, তাহলে কোরআন অচল হয়ে যাচ্ছে- নাউজুবিল্লাহ।

বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কোরআনের সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা- এটাই প্রশ্ন। কোরআনে এসব উল্লেখ থাকলেও তা গৌণ। কোরআনে কারিমের প্রধান আলোচ্য বিষয় একটি। তা হলো- আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়।

এ বিষয়ে ইসলামি চিন্তাবিদরা বলেছেন, 'দুনিয়ার শাসনকর্তাদের আইন বইয়ে তো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করা হয় না, সেখানে খোদার কালাম কোরআনে তা অনুসন্ধান করা খুবই অবিচারের কথা।' -মাওয়ায়েজে আশরাফিয়া: ৫ম খণ্ড

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

'যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া কোরআন সম্পর্কে কথা বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার আবাস বানিয়ে নেয়।' (সুনানে তিরমিজি)

আমাদের ভয় করা উচিৎ আল্লাহর সতর্কবাণীকে। যে সতর্কবার্তায় বলা হচ্ছে, 'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে।' -সূরা আল ফুরকান: ৩০

(collected)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৭৫৪

# লূত্ব আঃ এর সম্প্রদায় ও বর্তমান জাহিলিয়্যাত

Green bird

Moderator

০৮-০২-২০১৬

*লূত্ব আঃ এর সম্প্রদায়*

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

**وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ** إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ---- ****

আমি লূত্বকেও পাঠিয়েছিলাম, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর .....। (সূরাঃ আ’রাফ, আয়াতঃ৮০-৮১)

এই সম্প্রদায়ের মূল অপরাধ ছিল ২টি ---

এক, তাউহিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা। দুই, সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া। ‘সমকামিতা’ ছিল এমন এক জঘন্য অপরাধ, এ সম্প্রদায়ের পূর্বে বিশ্ব জগতের কেউ যে অপরাধে লিপ্ত হয়নি।

যেমনটি কুরআন বলছে – ‘তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।’

লূত্ব আঃ তাঁর সম্প্রদায়কে বারণ করলেন, তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। তাঁর নিষেধ মানল না।

যার ফলে আল্লাহ তায়ালার শাস্তির উপযুক্ত হল। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শাস্তি দিলেন।

কি ছিল সেই শাস্তি –

**فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ**

"অতঃপর যখন আমার ফরমান জারি হলো তখন ভূ-খন্ডটির উপরিভাগকে নিচু করে দিলাম এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা ছিলো একাধারে এবং যা বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিলো তোমার প্রভূর ভান্ডারে। আর উক্ত জনপদটি এ যালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়"। (হূদঃ ৮২-৮৩)

কতইনা ভয়ানক ছিল সেই শাস্তি।!!!

পুরো সম্প্রদায়কে জমিন সহ উল্টিয়ে দেয়া, তাঁর উপর একাধারে ঝামা পাথর বর্ষণ। অপরাধ ছিল, তাউহিদকে না মানা। সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া।

বর্তমান জাহিলিয়্যাত

আমরা এক নব্য জাহিলিয়্যাতের মধ্য দিয়ে সময় পার করছি। এমন এক জাহিলিয়্যাহ, ইতিহাসে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

পূর্বের উম্মতদের অনেক জাহিলী সমাজকে আল্লাহ তায়ালা নিঃশেষ করে দিয়েছেন। এই সকল জাহিলিয়্যাতের সমন্বয়ে সৃষ্ট আমাদের এই অত্যাধুনিক (!) জাহিলিয়্যাত।
আমরা এই জাহিলী সমাজের একটি অপকর্ম নিয়ে আলোচনা করি-

লূত্ব এর সম্প্রদায় ছিল এক জাহিলিয়্যাতের মধ্যে। নব আবিষ্কৃত যে অপকর্মের মধ্যে তারা লিপ্ত ছিল তা হচ্ছে সমকামিতা।

আচ্ছা! বর্তমান সমাজে কি এই অপকর্মটি বিদ্যমান নেই?! হ্যাঁ আছে।

তবে নব্য জাহিলিয়্যাত এই অপকর্মের মধ্যে যে আধুনিকায়ন করেছে, তা হচ্ছে, তাদের সমকামিতা ছিল শুধু পুরুষ-পুরুষ।

কিন্তু এই নব্য জাহিলিয়্যাত এটাকে মেয়ে-মেয়ে গণ্ডিতে উন্নতি (!) করেছে। তাদের মাঝে সমকামিতা ছিল, কিন্তু পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই।

কিন্তু এই জাহিলিয়্যাতের মধ্যে পুরুষ-পুরুষ, নারী-নারী বিবাহকে রাষ্ট্রীয় ভাবে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। এই হচ্ছে আধুনিক জাহিলিয়্যাত।

তবে প্রশ্ন জাগে –

এত জঘন্য পর্যায়ে পৌঁছার পরও কেন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করছেন না।?
কেন তাদেরকে তল-উপর করে দিচ্ছেন না।?

কেনইবা তাদের উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করছেন না।?

অথচ এরা তাদের চেয়ে হাজারগুণ বেশী সীমালঙ্ঘন করেছে।

এর উত্তর আল্লাহ তায়ালা দিচ্ছেনঃ-

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হাত দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেবেন ...। (সূরাঃ তাওবা,আয়াতঃ ১৪)

এরা আল্লাহ তায়ালার শাস্তির পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে আছে। পূর্বের সম্প্রদায় সমূহকে আল্লাহ তায়ালা যে অপরাধ সমূহের ফলে ধ্বংস করেছেন,

সেগুলোর এমন কোন ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া জাবেনা যাতে এদের বিচারণ ঘটেনি। কিন্তু ঐ সম্প্রদায় সমূহকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করেছেন, তার ফিরিশতাদের মাধ্যমে, আর এই আধুনিক জাহিলিয়্যাতকে ধ্বংসের দায়িত্ব দিয়েছেন আমাদের কাঁধে।
তাই আল্লাহ তায়ালার বান্দারা যদি এই সমস্ত সমকামী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে,

তাহলে আল্লাহ তায়লা তাদেরকে সাহায্য করবেন। তারা কোন ভাবেই আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের সামনে টিকতে পারবে না।

কেননা তারা তো শাস্তির উপযুক্ত হয়ে আছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন –

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

আর মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (সূরাঃ রুম, আয়াতঃ ৪৭)

(ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)

https://www.facebook.com/permalink.p...০০০১২৬৭৮৩৭০৯৯৩

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৯২৬

# প্রত্যেক যুগের অপরাধীরা ঐ যুগের নবীর শত্রু ছিল

Green bird

Moderator

০৮-২৩-২০১৬

আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু বানিয়েছি। (সূরা আল ফুরকান, আয়াত-৩১)

প্রত্যেক যুগে নবীগণ এসে উম্মতকে মৌলিক ২টি ব্যাপারে দাওয়াত দিয়েছেন-

এক, সকল তাগুতকে বর্জন করে এক আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতের প্রতি। দুই, ঐ জমানার প্রচলিত সবচেয়ে জঘন্য হারাম-মুনকার সমূহের বিরুদ্ধে।

লূত আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জমানায় প্রচলিত জঘন্য মুনকার ছিল সমকামিতা। তিনি সমকামিতার বিরুদ্ধে বলেছেন, শুয়াইব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সময় প্রচলিত পাপ ছিল, মাপে কম দেয়া। তিনি এর বিরুদ্ধে দাওয়াত দিয়েছেন।

অপরাধ সমূহের মধ্যে অপরাধীদের স্বার্থ নিহিত থাকে এটাই স্বাভাবিক, যার ফলে এই অপরাধের বিরুদ্ধে যখন বলা হয় তখন তারা দায়ীদের শত্রুতে পরিণীত হয়। নবীগণ যদি এই মুনকার সমূহের বিরুদ্ধে দাওয়াত না দিতেন, অথবা দিতেন কিন্তু জমানার প্রচলিত মুনকারের বিরুদ্ধে না। শুয়াইব আলিহিস সালাতু ওয়াস সালাম মাপে কম দেয়ার বিরুদ্ধে চুপ থেকে সমকামিতার বিরুদ্ধে দাওয়াত দিতেন। লূত আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সমকামিতার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে মাপে কম দেয়ার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেন। নিশ্চিত তাদের বিরোধিতার পরিমাণ কমে যেত।

সুতরাং কোন দায়ী যখন বাস্তবিক নবীদের পথ অনুসরণ করবে, তাঁদের উপর সেই বিপদ নেমে আসবে যা এসে ছিল নবীদের উপর। কিন্তু কোন দায়ীর দাওয়াতের বিষয় যদি হয় নবীদের দাওয়াত থেকে ভিন্ন। জমানার তাগুত ও ফিতনার বিরুদ্ধে চুপ থেকে ভিন্ন কোন বিষয়ে দাওয়াত দিয়ে থাকে, তাহলে তার পথে যদি কাঁটার

পরিবর্তে ফুল বিছানো থাকে জ্ঞানীদের জন্য এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। (ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)

https://www.facebook.com/profile.php?id=১০০০১২৬৭৮৩৭০৯৯৩

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪২৫৪

# জিহাদের পথে কষ্ট ও বিপদ প্রতিরোধের পাঁচটি আয়াত যা থেকে অনেকেই গাফেল

কাল পতাকা

Senior Member

০১-১১-২০১৬

السلام عليكم

তোমার প্রতি পাঁচটি আয়াত যার ফায়দা সম্পর্কে অধিকাংশ মুসলামনই গাফেলঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ " البقرة155:157

পাঁচটি এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত।

صلوات: تزكية وثناء ومغفرة منه تعالى

فستذكرون ما أقول لكم و أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب :غافر44

আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল।

**-نهاية الحوار الرائع بين مؤمن آل فرعون وقومه–**

**الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ " آل عمران 173**

যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী। অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট।

**هذا كان فى غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد مباشرة**

**وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ " الأنبياء 88**

এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহবান করলেনঃ তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার। অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনি ভাবে বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।

**وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ " الأنبياء 83**

এবং স্মরণ করুন আইয়্যুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেনঃ আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান। অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবরাবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশতঃ আর এটা এবাদত কারীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৬৮৫

# আত্ব-ত্যাইয়াতুল মানসূরাহ

salahuddin

Member

০৪-১৯-২০১৬

ইন্নাল হামদালিল্লাহ, ওয়াসালাতু ওয়াসালামু আ'লা রাসুলিল্লাহ।

আউযুবিল্লাহ হিমিনাশায়তনির রজিম।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমানঃ

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

হে ঈমানদারগন-তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে,অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদের তিনি ভালবাসেন এবং তারাও তাকে ভালবাসে।তারা হবে মুমিনদের প্রতি কোমল,কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর।তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে তারা কোন পরওয়া করবে না।এটা আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী,মহাজ্ঞানী। মায়েদা-৫৪।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামিনের ।যিনি আমাদের ঈমান নামক দৌলত দিয়ে কতই না অনুগ্রহ করেছেন।তার দেয়া অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হল তার দ্বীনের কাজ করার জন্য কবুল করেছেন।হে আল্লাহ আপনি আমাদের এই পথে অটল রাখুন।আমিন।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হউক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।যার উপর এই দ্বীন অর্পিত হয়েছে এবং তিনি তা আমাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে গেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার দয়া,অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হউক তার ঐ সকল বান্দাদের উপর যারা কাফেরদের দ্বীনকে পরাস্ত করে আল্লাহর দ্বীনকে উচু করেছেন।বর্তমানেও করে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।আর আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিচ্ছেন।হে রব আপনি তাদের সেই আশা পূরণ করেন যা তারা নিজেদের অন্তর দিয়ে কামনা করে।আর তা হল-শাহাদাহ।

আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব সেই আয়াত দিয়ে যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের বলেছেন-

**قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ**

বল,হে আহলে কিতাবগণ,আমাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা এজন্যই যে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর প্রতি,আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি।আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান। মায়েদা-৫৯।

যেহেতু তারা আমাদের সাথে শত্রুতা করে আল্লাহর প্রতি এবং তার নাজিলকৃত কিতাবসমুহের প্রতি ঈমান না আনার কারনে,তাই আমরাও তাদের সাথে শত্রুতা করি ঠিক এই কারনে যা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের শিখিয়েছেন।আর এই ঘোষণা হল-

**قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ**

তোমাদের জন্যে ইব্রাহিম ও তার সঙ্গিসাথিদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃতোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর,তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।আমরা তোমাদের মানিনা।তোমাদের সাথে শুরু হল চরম শত্রুতা ও বিদ্বেষ,যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করবে। মুমতাহিনা-০৪।

যে বিষয়ে আজকে আলোচনা করব তা হল আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ।প্রথমে আমরা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু বুঝার চেষ্টা করব।

আত্ব-ত্যাইফা বলতে যা বুঝায় তা হল "দল"।

আর মানসূরাহ বলতে বুঝায় তা হল "সাহায্যপ্রাপ্ত বা নৈকট্যপ্রাপ্ত"।

আমাদের আলোচনার বিষয় হল আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে।

আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত দল কথাটি যদিও সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।আর কেবল সুগভীর জ্ঞানীরা ছাড়া কেউ তা অনুধাবন করতে পারবে না।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

**فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ**

সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর,আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো। বাকারা-১২।

ওহে মুমিন আপনি একটু আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করুন।আপনার মত একজন নাফরমান বান্দার প্রতি আল্লাহর কি মহিমাময় আহবান।আপনি যদি আল্লাহকে স্মরণ করেন,তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাও আপনাকে স্মরণ রাখবেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি যে আপনি যদি কোন বদ-দীনি লোককে কোরআন-সুন্নাহর রশ্মিতে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন আর ব্যক্তি যদি ইসলামের হুকুমাত নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং এর শান্তিময়তা অনুভব করতে পারে তাহলে সে আপনাকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আপনাকে স্মরণ করবে এবং সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে আপনার জন্যও তাই পছন্দ করবে।ঐ ব্যক্তি আপনাকে স্মরণ রাখবে।আপনি চিন্তা করেছেন কি?আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ইশারায় আপনি একজন বদকার ব্যক্তিকে আলোর দিকে অর্থাৎ কোরআন-সুন্নাহর দিকে নিয়ে আসলেন এতে সে আপনাকে সবসময় স্মরণ রাখবে।আর প্রজ্ঞাময়,অসীম ক্ষমতাধর,সার্বভৌমত্তের মালিক মহান রাব্বুল আলামিন আপানকে আহবান করছেন যে আপনি যদি আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করেন তাহলে তিনি আপনাকে স্মরণ রাখবেন।আপনি যদি আল্লাহকে স্মরণ করেন

অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম-আহকাম গুলো মানেন তাতে আপনার লাভ কি?তা অবশ্যই আপনার মনে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে?কারণ সবকিছুতেই একটাই হিসাব=লাভঃক্ষতি।আপনি যদি আল্লাহর হুকুমগুলো মানেন তাহলে আপনার দুনিয়ার লাভ হল আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আপানকে সমস্ত পেরেশানি মুক্ত রাখবেন এবং আপনার হৃদয়ে শান্তি দিবেন এবং আপনাকে সকল বিপদাপদ থেকে সাহায্য করবেন।আপনি কি জানেন আপনার বিপদগুলো কি কি?অবশ্যই জানেন।কিন্তু আপনার বিপদের তালিকার মধ্যে এইগুলো তালিকাভুক্ত করতে ভুলে গেছেন।যেসকল বিপদে তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন তাহল-সাকরাতুল মউত অবস্থায় ঈমানের সাথে মৃত্যু দিবেন,কবরের আজাব থেকে নাজাত দিবেন,হাশরের দিন আরশের নিচে ছায়া দিবেন,আপনাকে ডানের বাহিনীর সাথে রাখবেন,মিজানের পাল্লা ভারি করে দিবেন,পুলসিরাতের পুল দ্রুত পার করাবেন,আর সর্বশেষ বিপদ জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে জান্নাতের প্রবেশ করাবেন। হে ভাই,আপনি চিন্তা করুন-আপনি আল্লাহর হুকুম পালন করবেন আর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আপনাকে স্মরণ করবেন অর্থাৎ উপরে উল্লখিত বিপদসমুহে আপনাকে সাহায্য করবেন।তার উপরে কোন সাহায্যকারী নেই।

আর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এই বিপদসমুহে যাদের সাহায্য করবেন তারাই হল আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল।এখন আমরা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দলের সম্পর্কে আলোচনা করব এবং তাদের কি কি গুণ থাকবে সে বিষয়ে আলোচনা করব যা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কোরআনে বর্ণনা করেছেন আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বর্ণনা করেছেন।তাদের কিছু বিশেষ গুনাগুণ থাকবে যাতে সহজে চেনা যায়।বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট থাকার কারণ হল-সকলেই তো আল্লাহর হুকুম পালন করে,আবার আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দলের লোকেরাও আল্লাহর হুকুম পালন করে।এখন কিভাবে আপনি যাচাই করবেন যে কারা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দল।এই জন্য বিশেষ কিছু গুণ থাকা প্রয়োজন।তবে আরেকটা শর্ত এক্ষেত্রে আপনাকে কোরআন-হাদিস সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে কেননা বাতিল দলেরাও এসকল আয়াত-হাদিস তাদের সমর্থনে ব্যবহার করে থাকে। হে ভাই,এখন আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহদের সাথে আর আপনিও নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে নিন সেই দলের সাথে যাদের

ব্যাপারে আল্লাহর বানী আর রাসুলের বানী।আপনি চিন্তা করুন তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার ব্যাপারে ভবিষ্যৎ করেছেন।আপনি হবেন আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ এবং দাজ্জালী বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদকারী,ইমাম মাহদির সাথে খিলাফাহ কায়েমকারী,রাসুলের আদর্শের,আল্লাহর সৈনিক। আমরা যে আয়াতটি নিয়ে আলোচনা করব সেই আয়াতটি হল সুরাতুল মায়েদার ৫৪ নং আয়াত।

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

হে মুমিনগণ তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে,অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন,যিনি তাদেরকে ভালবাসেন এবং তারাও তাকে ভালবাসবে।তারা হবে মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর।তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না।এটা আল্লাহর অনুগ্রহ,তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী,মহাজ্ঞানী।

মায়েদা-৫৪।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দলের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এবং তাদের গুনাগুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।তিনি মুমিনদের সতর্ক করে বলছেন যে-হে মুমিনরা তোমাদের মধ্য যে কেউ আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরে যাবে তাতে আল্লাহর দ্বীনের কোন ক্ষতি হবে না।আল্লাহর কোন ক্ষতি হবেনা,তার দ্বীনেরও কোন ক্ষতি হবেনা।বরং যে কেউ আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাবে তাহলে আল্লাহ তা'আলা অচিরেই এমন একদল নিষ্ঠাবান মুমিনদের দল নিয়ে আসবেন।যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজের সব কিছু এমনকি জান-মাল কোরবান করে তারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে।এখানে আমাদের চিন্তার বিষয় হল আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উল্লেখ করে বলছেন যে তাদের থেকে কেউ যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তিনি আরেকটি দল নিয়ে আসবেন যাদেরকে আলাহ সুবহানাহু তা'আলা নির্বাচন করেছেন।এর মানে হল যারা মুসলিম জাতির দায়িত্বে থাকবেন তাদের মধ্য

থেকে একদল ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে এবং বেরিয়ে যাওয়ার পর এই শুন্যতা পুরন করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা অচিরেই এমন একটি দল নিয়ে আসবেন।আর তারাই হল আত্ব-ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দল।আর বর্তমান সময়ে কারা আত্ব-ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ তা আপনাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলব ইনশাল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা এখানে তার নিয়ে আসা সাহায্যপ্রাপ্ত দলের ৬টি গুনের কথা আলোচনা করেছেন।অর্থাৎ যারাই আল্লাহর নির্ধারিত দল দাবী করবে অবশ্যই তাদের মধ্যে ৬টি গুণ থাকতে হবে।নিম্নে আমরা এই ৬টি গুণ নিয়ে আলোচনা করা হলঃ

**প্রথম গুণ:**

**يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ**

তিনি তাদেরকে ভালবাসেনঃ

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কত স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন যে তিনি তাদেরকে ভালবাসেন।তারা কারা?তারা হলেন আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ।কত সৌভাগ্য তাদের যে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের ভালবাসেন।এখন জানার বিষয় হল আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কেন তাদের ভালবাসেন।নিশ্চয়ই এমন কোন কারণ আছে যার জন্য তিনি তাদের ভালবাসেন।

কারণ হল এই যা আল্লাহ তা'আলা আল-কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন-

**وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ**

'মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তোষটির জন্য জীবন দিয়ে থাকেন''।

বাকারা-২০৭।

হে মুমিন ভাই একটু ভেবে দেখুন তো কারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবনগুলো বিলিয়ে দিচ্ছে।তারা কিসের জন্য নিজেরদের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে একটাই উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা এবং আল্লাহর হুকুমাত কায়েম করা।অনেককেই দেখা যায় ইসলামের জন্য কাজ করতে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা

আল্লাহর জন্য,তার দ্বীনের জন্য কাজ করে তারা আল্লহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন কোরবানি করে?

যারা তার সন্তুষ্টির জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত তিনি তাদের ভালবাসবে এটাই স্বাভাবিক।আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মুমিন বান্দাদের ভালবাসার আরও কারণ হল-

**إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ**

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে সীসাঢালা প্রাচীরের মত,আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

সফ-০৪।

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন যে তিনি ঐ লোকদের ভালবাসেন যারা তার পথে সীসাঢালা প্রাচীরের মত যুদ্ধ করে।কিন্তু যারা যুদ্ধ করে না তাদের তিনি ভালবাসেন না।তাহলে তারা কিভাবে দাবি করে যে তারা আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ।

বর্তমান সময়ে দেখবেন অনেক মুসলিম বা নামধারী মুসলিম দল তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় দল হিসাবে দাবি করে কিন্তু না তারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান-মাল কোরবানি করে।আর না তারা তাগুতদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে,তারা আটকে গেছে নিজেদের দলীয় চিন্তা-ভাবনায় ইসলামের সঠিক আকিদাহ ত্যাগ করে।অথচ দাবি করে আল্লাহ সাহায্যপ্রাপ্ত দল।কথা এবং কাজে তাদের কোন মিল নেই।এরাই হল প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক।তাই যারাই আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ দাবি করবে তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করতে হবে।

**দ্বিতীয় গুণ:**

**وَيُحِبُّونَهُ**

তারাও তাকে ভালবাসবে।

আগে একটা সংশয় নিরসন করব এইগুণটি আলোচনা করার আগে।

আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসা ও তার সাথে গভীর সম্পর্কের দাবিদার ইয়াহুদিগনকে লক্ষ করে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

**قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ**

বলুন হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু-অন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

জুমুআহ-০৬।

**قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ**

বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে-অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

বাকারা-৯৪।

পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সকলের দাবি হল তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসে,তারাই হল আল্লাহর প্রিয় বান্দা।যেমন-ইয়াহুদিগন দাবি করেছিল। আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রিয় পাত্র হওয়ার দাবীদার সকলকে লক্ষ করে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

যারাই আমাকে ভালবাসার দাবি করবে তাহলে তোমরা আমার সন্তুষ্টির জন্য মৃত্যু কামনা কর?হায়,আফসস-এমন একটা লোক পাওয়া খুবই কষ্ট সাধ্যব্যাপার যে আল্লাহর জন্য নিজের জীবন কোরবানি করবে।তাদেরকে যদি বলা হয় হে ভাই-আল্লাহর রাসুলের বর্ণনা করা আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ কালো পতাকা উত্তোলন করা বাহিনী অর্থাৎ তালিবান-আল কায়েদার মুজাহিদদের সাথে মিলেমিশে জিহাদ করতে হবে,সমস্ত ফিতনার অবসান করতে হবে এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করতে হবে দেখবেন অধিকাংশ লোকই অজুহাত দেখিয়ে দূরে সরে যাবে যেভাবে-জুদ ইবনে কায়সার মুনাফিক তাবুক যুদ্ধের সময়

মিথ্যা অজুহাত দেখিয়েছিল।আজকেও একশ্রেণীর জুদ ইবনে কায়সা রয়েছে যারা ঈমানদার দাবি করে কিন্তু তারা হল খাস মুনাফিক।এই ঘটনাটি পাবেন আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার ৫ম খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায়। আপনি যদি আল্লাহকে ভালবাসেন তাহলে অবশ্যই এর প্রমাণ দিতে হবে আর যদি না পারেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি সন্দেহ আছে। যদি সন্দেহ নাই থাকে তাহলে আল্লাহর ভালবাসার জন্য জীবন দিতে বাধা বা গড়িমসি কেন? এবার আপনি যেই হউন না কেন? হতে পারেন আপনি ঐ নামকরা শায়েখ, দানবীর। ভালোবাসার দাবিই হল যাকে আমি ভালবাসবো, আমার হৃদয়ের আসনে যাকে বসাবো তার সন্তুষ্টিই হল আমার কামনা-বাসনা। তাকে খুশি করার জন্য আমার অনুকুল-প্রতিকূল সব অবস্থায় তার কথা মেনে নিব।তার কথার বিরুদ্ধাচরণ করবো না। তার ভালবাসার সামনে আমার ব্যক্তিত্ব মূল্যহীন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলছেন আল্লাহর এই মুমিন বান্দারাও তাকে ভালবাসবে। আল্লাহর এই বান্দারা আল্লাহকে স্মরণ করবে।

কেন স্মরণ করবে?নিশ্চয় এর কোন কারণ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কারণ হল আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তার নির্ধারিত কউমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে।

এটা আল্লাহর ঘোষণা-

**ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী, মহাজ্ঞানী।

মায়েদা-৫৪।

আল্লাহর বান্দারা আল্লাহকে ভালবাসার আর একটি কারণ হল-

**وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ**

বস্তত আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অত্যাধিক দয়ালু।

বাকারা-২০৭।

তিনি তাদের অনুগ্রহ করে ধন্য করেছেন।আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদেরকে সঠিক পথের অনুসারী করেছেন।এজন্যই তারা আল্লাহকে ভালবাসেন।

মুমিনরা আল্লাহকে ভালবাসার আরও কারণ হল-

**يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ**

আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন এক জান্নাতে যার পাদদেশে নদিসমূহ প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসস্থান।এটাই মহাসাফল্য।

সফ-১২।

**তৃতীয় গুণ:**

**أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ**

তারা হবে মুমিনদের প্রতি কোমল

ঐ দল মুমিনদের প্রতি বিনয়ী নম্র ও হৃদয়বান হবে।মুমিনদের ব্যাপারে তাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেন-

**مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ**

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। ফাতাহ-২৯।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলছেন যে,

প্রথমে আমাদের জানতে হবে মুমিন কারা?আমরা এটা জানবো আল্লাহর ভাষা দিয়ে যা তিনি আল-কোরআনে বলেছেন-

**إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ**

আল্লাহ তা'আলা বলেন-প্রকৃত মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে,তারাই সত্যবাদী।

হুজুরাত-১৫।

এরাই হল চরম এবং এটাই হল আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআ আকিদাহ যে মুমিনরা মুমিনদের প্রতি কোমল হবে।মুনাফিক ছাড়া কক্ষনও মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ রাখেনা।

মুমিনদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলছেন-

**إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ**

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। ( হুজুরাত-১০।)

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহদের সম্বন্ধে বলছেন তারা মুমিনদের প্রতি হবে কোমল।নিজেদের মধ্যে যতই সমস্যা হোক তা সমাধান করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন।তারা নিজেদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করবেনা।তারা সীসাঢালা প্রাচিরের ন্যায় একসাথে মিলেমিশে কাজ করবে।এটাই হল মুমিনদের গুণ যে তারা মুমিনদের প্রতি হবে কোমল।এটাই আল্লাহর ঘোষণা।তাই আমাদেরকেও মুমিনদের প্রতি কোমল হতে হবে।

আর এব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

**عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ**

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্* (সা) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।

সহিহ বুখারী।খন্ড১/অধ্যায় ২/হাদিস ১২।

**চতুর্থ গুণ:**

**أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ**

তারা কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর

কাফেরদের সাথে থাকবে মুমিনদের চিরশত্রুতা।তবে আমাদের জানতে হবে এই শত্রুতার ধরন কেমন হবে?

তা আমরা জানব আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কালামে পাক থেকে।তাদের ব্যাপারে কেমন কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আল-কোরআনে মুমিনদের সেই নির্দেশনা দিয়েছেন যে।শত্রুতার মাপকাঠি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।তা হল কোরআনের ভাষাই-

**الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ**

নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস এবং নিষিদ্ধ মাসেও বদলার ব্যাবস্থা করা হবে ঐ অবস্থায় যদি কেউ তোমাদের প্রতি কঠোরতা করে,তবে সে তোমাদের প্রতি যেরুপ কঠোরতা করবে তোমারাও তার প্রতি সেরুপ কঠোরতা করবে এবং জেনে রেখো,আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

বাকারা-১৯৪।
এটা হল কাফেরদের সাথে মুমিনদের শত্রুতার অবস্থা।অর্থাৎ চূড়ান্ত নীতি।তারা যেমন আমাদের সাথে কঠোরতা করছে ঠিক তেমন ভাবে তাদের সাথে আমাদের কঠোরতা করতে হবে।এটাই আল্লাহর নির্দেশ।

এখন এই চূড়ান্ত নীতির পক্ষে আল-কোরআনের দৃষ্টান্তগুলো সম্পর্কে আমরা জানব।
কাফেরদের ব্যাপারে আমাদেরকে সেই নীতিমালা গ্রহন করতে হবে যেই নীতিমালা গ্রহন করেছিলেন মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম।আর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এই নীতিমালাকে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

**قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ**

তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না।তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে শুরু হল চরম চিরশত্রুতা যতক্ষন না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করবে।

মুমতাহিনা-০৪।

এই আয়াতটি আমাদের চিন্তা করা উচিত যে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এখানে কি বলতে চাচ্ছেন।আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ হল এই আমরা আমাদের সম্পর্ক তৈরি করব তাদের সাথে যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের নীতিমালা অনুসরণ করে চলে আর যারা আল্লাহর ও তার রাসুলের নীতিমালা অনুসরণ করে না তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক রাখা যাবে না।তাদের সাথে শত্রুতা রাখতে হবে ততক্ষন পর্যন্ত যে পর্যন্ত না তারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনে।এটাই আল্লাহর ঘোষণা,আর এটাই হল আমাদের উত্তম আদর্শ।

ঠিক একইভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গিসাথিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলছেন-

**مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ**

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।

ফাতাহ-২৯।

সর্বশেষে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সেই দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যা এই দুনিয়ার বুকে প্রায় ১৪৫০ বছর আগে আসমান থেকে নাজিল হয়েছিল রুহুল কুদ্দুছ জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে।মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গিসাথিগন কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর এবং নিজেদের ব্যাপারে কোমল।ঠিক এখনও যারা আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ হিসাবে নিজেদের দাবি করবে তাকে আল-কোরআনের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং সেই নীতি অনুসরণ করে চলতে হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার রাসুলকে নির্দেশ দিচ্ছেন-

**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ**

হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা। তাওবাহ-৭৩।

এখন আপনি কিভাবে বুঝবেন যে কোন মুসলিম কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং মুমিনদের প্রতি কোমল।তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের একটি নমুনা আল-কোরআনে উল্লেখ করেছেন যেমন তিনি বলেন-

**لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ**

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এমন কউম তুমি পাবে না যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুধিতাকারীদেরকে ভালবাসে।যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা।

মুজাদালাহ-২২।

দেখুন এই আয়াতটা কত স্পষ্ট করে ঘোষণা করছে যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তারা কখনও আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুধিতাকারিদেরকে ভালবাসবে না।বিরুধিতাকারী হউক তাদের পিতা,কিংবা পুত্র,ভাই অথবা জাতি গোষ্ঠী।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে কাফেরদের শত্রুতার একটা মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে যে তাদের সাথে কোনভাবেই দুর্বলনীতি অবলম্বন করা যাবে না।আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঈমানদারদের চতুর্থ গুণ হল কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর।তাই যারাই নিজেরদেরকে আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ বলে দাবি করবে তাদেরকে কাফেরদের ব্যাপারে সেই নীতিমালা গ্রহন করতে হবে যা আমাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

তারা কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর।কাফের-মুশরিকদের প্রতি শুধুই কঠোর হবে।তাদের ক্ষেত্রে কোন ছাড়াছাড়ি নাই।তাদেরকে অবশয়ই কাফেরদের প্রতি কঠোর হতে হবে।কেননা আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআ এর আকিদাই হল মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর।কাফেরদের সাথে আমাদের শত্রুতা এই জন্যই তারা আমাদেরকে আমাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে দিতে চাই,তাহলে কিভাবে তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব থাকতে পারে।তাদের সাথে আমাদের চরম শত্রুতা থাকে হবে।

**পঞ্চম গুণ:**

**يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ**

তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রশংসা করতে হবে ঐসকল লোকদের যারা নিজেদেরকে আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ হিসাবে দাবি করবে।

তাকবির.....আল্লাহু আকবার তাকবির.....আল্লাহু আকবার

জিহাদ নামক বিধানটি নাজিল করার প্রধান একটি কারণ হল কে মুমিন এবং কে মুনাফিক তা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা জেনে নিবেন এবং মুমিনদের নিকট যেন স্পষ্ট হয়ে যায়।যেমন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

**وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ**

আর যেদিন দু'দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে, তাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায়।এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল।

আল-ইমরানঃ১৬৬-১৬৭।

অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট যে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা জিহাদ দ্বারা যাচাই করতে চেয়েছেন যে কারা মুমিন এবং কারা মুনাফিক।কেননা সকলেইতো দাবি করতে পারে নিজেদেরকে মুমিন।তাছাড়া জিহাদের যে অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে।জিহাদকে

আকবর ও আসগার বলা হচ্ছে।শত্রুর সাথে লড়াই করাকে জিহাদে আসগার এবং নফসের সাথে জিহাদকে জিহাদে আকবর বলা হচ্ছে।

এবার তাহলে জানা যাক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের সংজ্ঞা কিভাবে দিয়েছেন।

**عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ»**

আবূ মূসা আশ'য়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে যুদ্ধ করলো,আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য,সেই আল্লাহর পথে জিহাদ করলো।
বুখারী:৩১২৬,মুসলিম:১৯০৪,তিরমিজিঃ১৬৪৬,নাসাইঃ৩১৩৬,আবূ দাউদঃ২৫১৭,ইবনে মাজাহঃ২৭৮৩,মুসনাদে আহমদঃ১৮৯৯৯।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার সাহায্যপ্রাপ্ত বান্দাদের সম্পর্কে বলছেন যে তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ঘোষণা-

**الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾**

যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম।
তাওবাহ-২০।

**لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿٨٨﴾**

কিন্তু রসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে।

তাওবাহ-৮৮।

**إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ**

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে।
তাওবাহ-১১১।

**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾**

আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে লড়াই (জেহাদ) করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুনাময়।
বাকারা-২১৮।

**وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿٧٤﴾ ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ**

আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরা হলো সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী।
আনফাল-৭৪।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলছেন যে তারা জিহাদ করবে। এই একটা গুণ দ্বারা নির্ধারণ করতে পারেন কারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তা না হলে সকলেই দাবি করতে পারে তারা আল্লাহর খাস বান্দা। এই জিহাদ নামক আমলটা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা দিয়েছেন এই জন্যই দিয়েছেন যে কে মুমিন এবং কে মুনাফিক তা নির্ধারণ করার জন্য।যদিও অধিকাংশ মানুষ অপছন্দ করে কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তা ফরজ করেছেন। আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিৎ মুনাফিকরা ছাড়া কেউ জিহাদের ব্যাপারে পিছুটান হয় না। বর্তমানে আমদেরকে দৃষ্টি দেয়া উচিত যে কারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে,তাহলেই আমাদের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। বেশি দূর যেতে হবে না।যদি যে কেউ বা যে কোন দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করে তাহলে অবশ্যয় জিহাদ নামক আমলটা থাকতে হবে। এটা খুবই কষ্টসাধ্য আমল,তাই এর ফলাফলও সর্বোচ্চ। বর্তমানে যারা জিহাদ করছেন,তারা হলেন-taliban,aqap,jn,ahrar ash-sham,jaishul islam,jaishul fatiha,,al-shabab,ttp,boko haram,tip aqis.এছাড়া আরও অনেক দল আছে যারা জিহাদ করছেন। সকলের উচিৎ জিহাদে যোগদান করা। নিজেকে আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া।

**ষষ্ঠ গুণ:**

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

নিন্দাকারীর নিন্দাকে কোন পরওয়া করবে না

আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত দলের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট হল তারা কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে পরোয়া করবে না।তাদেরকে যতই গালাগালি করা হোক,জঙ্গি কিংবা সন্ত্রাসী বলা হোক।বলা হোক দেশদ্রোহী কিংবা বলা হোক ফিতনাবাজ।তারা এসব কথার কোন পরোয়া করবে না।তারা তাদের অভীষ্ট লক্ষে পোঁছে যাবে যা তারা নির্ধারণ করেছে।তা হল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ঠিক ১৪০০ বছর আগে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গি-সাথীগণ দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকলেন তখনই তাদের শত্রু তৈরি হল এবং তার দাওয়াতের বিপরিত মন্তব্য শুরু করল কিন্তু এই বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু তার দাওয়াত থেকে বিচ্যুত হন নি।ঠিক তেমনিভাবে যারা আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ হিসাবে নিজেদেরকে দাবি তাহলে তাদেরকে চরম ধৈর্যের পরিক্ষা দিতে হবে।তাদের বিরুদ্ধাচরণকারীরা যতই বিরুধিতা করুক কিংবা যতই নিন্দা করুক তাতে কোন পরোয়া করা যাবে না। ভয় কেবল একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

**الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا**

সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ যথেষ্ঠ। আহযাব-৩৯।

বর্তমানে দুনিয়ায় যারাই আল্লাহর প্রিয় দল তাদের অবশ্যই কোরআনে বর্ণিত নবীর পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়ে ইহুদি বা খ্রিষ্টান কিংবা কোন মুশরিক নিন্দুকের নিন্দাকে কোন পরওয়া করবে না। কোন মিডিয়ার প্রচারণা অথবা কোন দরবারী আলেমের ফতোয়া তাদের মনোবল বিন্দু মাত্র কমাতে পারবে না। কোন বোমারু বিমান বা চোরা গুপ্তা ড্রোন তাদের সামান্যতম ভীত করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক প্রলোভন কিংবা কোন রকম হুমকি-ধমকি কোনটাই তাদের প্ররোচিত করতে পারবে না। আমরা তাদের স্বীকৃতি দেই আর না দেই তাতে তাদের কিছু যায়ে আসে না। ঐ দলের স্বপ্নই হল আল্লাহর দ্বীন ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় দল হওয়া এবং মজলুম মুসলিমদের অভিভাবক হওয়ার জন্য দিক-দিগন্তে ছুটে যাওয়া।

এব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন-

**وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ**

আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।
মায়েদা-৫৬।

ইনশাল্লাহ এখন আমরা যে বিষয়টি বর্ণনা করব তা হল বর্তমানে কারা আত্ব-ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ।
কোরআন এবং হাদিসের আলোকে অবশ্যই তুলে ধরব।

আল-কোরআনের আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

হে ঈমানদারগন- তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদের তিনি ভালবাসেন এবং তারাও তাকে ভালবাসে। তারা হবে মুমিনদের প্রতি কোমল, কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে তারা কোন পরওয়া করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। মায়েদা-৫৪।

## আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসুরাদের সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী

**হাদিস=০১**

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-ফেতনার সময় সর্বোত্তম মানুষ সেই ব্যক্তি নিজ ঘোড়ার লাগাম অথবা নাকের রশি ধরে আল্লাহর শত্রুকে ধাওয়া করবে। সে আল্লাহর শত্রুকে সন্ত্রস্ত করবে এবং তারাও তাকে ভীতি প্রদর্শন করবে। কিংবা সে

ব্যক্তি উত্তম যে লোকালয় শূন্য এলাকায় যাযাবরের মত নিবৃত জীবন-যাপন করবে এবং আল্লাহর বিধানবলি পালন করবে।

মুস্তাদরাকে হাকেম-৪/৫১০।

**হাদিস=০২**

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় আত্বপ্রকাশ করেছে, আবার তা অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং গুরাবাদের সুসংবাদ। সাহাবী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন? হে আল্লাহর রাসুল গুরাবা কারা? তারা হল ঐসকল লোক যে, মানুষ যখন দ্বীন থেকে বিগড়ে যাবে,তখন তাদের সংশোধনের দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে।

আল-মু' জামুল আওসাত-৫/১৪৯।

**হাদিস=০৩**

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল গুরাবাগন।জিজ্ঞেস করা হল গুরাবা কারা? তিনি বললেন নিজ দ্বীন-ঈমান নিয়ে পলায়নকারীরা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা' আলা তাদেরকে ঈসা ইবনে মরিওয়মের আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পুনরুত্থান করবেন।

হিলয়াতুল আওলিয়া-১/২৫।

**হাদিস=০৪**

ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল হকের পথে অবিচলভাবে জিহাদ ও কিতাল করে যাবে। তারা তাদের বিরুধিদের উপর সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এদলটির সর্বশেষ অংশ ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

আবু দাউদ

**খোরাসান সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী:**

১। সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-যখন তোমরা খোরাসানের দিক থেকে কালো পতাকাবাহীদের আসতে দেখবে, তখন হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের সাথে যোগদান করবে। কারণ তাদের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর খলীফা মাহদি আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মুসতাদরাকে হাকিম-৪/৫৪৭।

২। সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহীরা আত্বপ্রকাশ করবে। কেউ তাদেরকে প্রতিহত পারবে না।শেষ অবধি তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে ঝাণ্ডা গেড়ে দেবে।

মুসবাদে আহমাদ-৮৭৭৫।

শাম, ইয়েমেন, ইরাকঃ এই তিন অঞ্চল সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মৌলিক ভবিষ্যৎ বাণী:

১। আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-অচিরেই তিনটি বাহিনী বের হবে। একটি শামে, একটি ইয়েমেনে এবং একটি ইরাকে। বর্ণনাকারী সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন? হে আল্লাহর রাসুল আমি কোনটাতে যোগদান করব? তিনি বললেন,তুমি শামকে বেছে নেবে। যে তা না পারবে সে যেন ইয়েমেনের বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং তার কুপগুলো থেকে পানি পান করে। কারণ আল্লাহ তা' আলা আমার জন্য শামের দায়িত্ব নিয়েছেন।

আবু দাউদ-২৪৮৩।

**শাম সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী:**

১। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-মহাযুদ্ধের সময় মুসলিমদের তাবু হবে গুতাহ নামক স্থানে। যেটি দামেস্ক শহরে অবস্থিত। এটি শামের উত্তম শহরগুলোর একটি।

মুসতাদরাকে হাকিম।

২। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরেকটি বর্ণনায় শামের এদলটির ব্যাপারে কথা আছে। এরা সে সময়ে আরবের সেরা অশ্বারোহী হবে এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত থাকবে। আল্লাহ এদের মাধ্যমে দ্বীনকে শক্তিশালী করবেন।

তারিখে দিমাশক।

## ইয়েমেন সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী:

১। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আদনে আবইয়ান" (ইয়েমেনের একটি অঞ্চল)থেকে বার হাজার যোদ্ধা বের হবে। তারা আল্লাহ ও তার রাসুলকে সাহায্য করবে। আমার ও তাদের মধ্যবর্তী সবার চেয়ে তারা সর্বোত্তম লোক।

মুসনাদে আহমাদ।

## হিন্দুস্তান সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী:

১। সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-আমার উম্মতের দুইটি দলকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা করবেন। তার একটি দল হল হিন্দুস্তানে যুদ্ধরত বাহিনী। অপরটি হল ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দল।

নাসায়িঃ৬খণ্ড,পৃষ্ঠা-৪৬।

২। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-আমাদেরকে হিন্দুস্তানের অভিযানের ব্যাপারে

ভবিষ্যৎ করেছেন এবং বলেছেন যদি আমি(আবু হুরায়রা) শহীদ হয়,তাহলে আমি হব সর্বোত্তম শহীদ। আর যদি গাজি হয়ে ফিরি,তাহলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্ত স্বাধীন আবু হুরায়রা।

নাসায়িঃ৬খণ্ড,পৃষ্ঠা-৪৬।

৩। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দুস্তান প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,অবশ্যই হিন্দুস্তানে যুদ্ধ হবে।সে যুদ্ধে তুমাদের এমন এক বাহিনী লড়বে যাদের আল্লাহ বিজয় মালা পড়াবেন। এমনকি তারা হিন্দুস্তানের শাসকদের শিকলে বেধে নিয়ে আসবে। আল্লাহ এদলটির গুনাহ মাফ করে দিবেন।তারা যখন যুদ্ধ শেষে ফিরবে,তখন শামে এসে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়ে যাবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আমি যদি এযুদ্ধে অংশগ্রহনের সুযোগ পায়,তাহলে আমি আমার নতুন-পুরাতন সকল সম্পদ ব্যয় করে সে যুদ্ধে অংশগ্রহন করব। অতপর আল্লাহ যখন আমাদের বিজয় দান করবেন,আমরা ফিরে আসব। তখন আমি হব মুক্ত স্বাধীন আবু হুরায়রা।এ বাহিনীটি শামের দিকে মার্চ করবে। সেখানে তারা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হবে।আমার ইচ্ছা তার সাক্ষাৎ পাওয়ার।পেলে বলব-আমি আল্লাহর রাসুলের সাহাবী। একথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে হাসতে বলেন-এত তারাতারি নয়,আরও পরে,আরও পরে।

আল-ফিতান: খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা-৪০৯।

৪। হযরত কা' ব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-জেরুসালেমের (বাই' ত-উল-মুক্বাদ্দাস)একজন রাজা তার একটি সৈন্যদল হিন্দুস্তানের দিকে পাঠাবেন, যোদ্ধারা হিন্দের ভূমি ধ্বংস করে দিবে, এর

অর্থ-ভান্ডার ভোগদখল করবে, তারপর রাজা এসব ধনদৌলত দিয়ে জেরুসালেম সজ্জিত করবে, দলটি হিন্দের রাজাদের জেরুসালেমের রাজার দরবারে উপস্থিত করবে, তার সৈন্যসামন্ত তার নির্দেশে পূর্ব থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সকল এলাকা বিজয় করবে, এবং হিন্দুস্তানে ততক্ষণ অবস্থান করবে যতক্ষন না দাজ্জালের ঘটনাটি ঘটে।

(ইমাম বুখারী (রঃ) এর উস্তায নাঈম বিন হাম্মাদ (রঃ) এই হাদিসটি বর্ণনা করেন তার 'আল ফিতান' গ্রন্থে। এতে, সেই উধৃতিকারীর নাম উল্লেখ নাই যে কা' ব (রাঃ) থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছে)।

৫। সাফওয়ান বিন উমরু রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-আমার উম্মাহর একদল লোক হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ তাদের সফলতা দান করবেন, এমনকি তারা হিন্দুস্তানের রাজাদেরকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় পাবে। আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন। যখন তারা সিরিয়া ফিরে যাবে, তখন তারা ঈসা ইবনে মারিয়ামকে (আঃ) এর সাক্ষাত লাভ করবে।

আল-ফিতান=খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা-৪১০।

ওহে মুমিন! এতক্ষনে হয়তো রাসুলের ভবিষ্যৎদ্বানী পড়ে ফেলেছেন। এবার পৃথিবীর একটা মানচিত্র হাতে নিন। দেখুন,আল্লাহর রাসুল বলেছেন যে খুরাসান থেকে কালপতাকাবাহী একটা দল আত্বপ্রকাশ করবে।তাদের মধ্যে থাকবে আল্লাহর খলীফা মাহদি। আপনি দেখুন সারা দুনিয়ার মধ্য থেকে একটা পাহাড়ি এলাকা থেকে অর্থাৎ আফগানিস্তান থেকে কালো পতাকাবাহী দল আত্বপ্রকাশ করেছে। পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিন।পূর্ব থেকে পশ্চিম অঞ্চল থেকে আল্লাহর মুমিন বান্দাগন সেখানে গিয়ে জড়ো হয়েছে। তারপর তারা সাদা কুকুর রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয় অর্জন করে। মুজাহিদিনদের পরাজিত করতে পারেনি। যা আল্লাহর রাসুল বলেছেন যে এই কালপতাকাবাহী বাহিনীকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। এরই মধ্যে আল্লাহর রাসুলের ভবিষ্যৎদ্বানী অনুসারে এই কালপতাকাবাহিনী শামে, ইয়েমেনে, হিন্দুস্তানে,ইরাকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে। এই দলটিই হল গ্লোবাল জিহাদের কাণ্ডারি আল-কায়েদা। অর্থাৎ তানজিম আল-কায়েদাই হল আত্ব- ত্বায়িফাতুল মানসূরাহ অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত দল।

এখন আমাদের করনীয় কি? যে বা যারা নিজেদেরকে মুমিন দাবি করবে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই এইগুণের অধিকারী হতে হবে যা আল্লাহ তা' আলা বলেছেন-

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

তারা বলল-আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।

বাকারা-২৮৫।

এই অনুসারে একটাই কথা যদি আমরা মুমিন হয় তাহলে আল্লাহ ও তার রাসুল বলেছেন তা আমাদেরকে শুনতে হবে এবং কোন প্রকার যুক্তি-তর্ক ছাড়া,সন্দেহ-শুবুহাত ছাড়া,নিজের অনুরাগে-বিরাগে সন্তুষ্টচিত্তে এবং পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে।

এবার সেই হাদিসটি আলোচনা করব যা আল্লাহর রাসুল বলে গেছেন-

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-যখন তোমরা খোরাসানের দিক থেকে কালো পতাকাবাহীদের আসতে দেখবে,তখন বরফে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের সাথে যোগদান করবে। কারণ তাদের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর খলীফা মাহদি আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মুসতাদরাকে হাকিম-৪/৫৪৭।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নির্দেশ দিচ্ছেন আমাদের? যে খোরাসান থেকে কালপতাকাবাহী একটা দল আত্বপ্রকাশ করবে। যেকোন ভাবেই হোক তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবার কথা বলেছেন তিনি,বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের মধ্যে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। ওহে মুমিন-আপনি চেয়ে দেখুন সারা পৃথিবীতে এই কালপতাকাবাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকে এবার একটি খেলায় মত্ত যে হয়তো শরীয়ত, নয়তো শাহাদাত।সকলের জীবনের একটাই টার্গেট। তা হল আল-খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুয়্যাহ।হে ভাই,আপনিও হয়ে যান দ্বীনের সহযোগী।নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে রাসুলের ভবিষ্যৎ করা সঠিক এবং ইসলামের উপর পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর দল।

আল্লাহ সুবহানাহু তা’ আলার নিকট কামনা করি হে আল্লাহ আপনি আমাদের খোরাসানের কালো পতাকাবাহিনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দিন এবং সকলকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন।আমীন।

(৫) হযরত সাফওয়ান বিন উমরু (রাঃ)

তিনি বলেন কিছু লোক তাকে বলেছেন যে রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ

“আমার উম্মাহর একদল লোক হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ তাদের সফলতা দান করবেন, এমনকি তারা হিন্দুস্তানের রাজাদেরকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় পাবে। আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন। যখন তারা সিরিয়া ফিরে যাবে, তখন তারা ঈসা ইবনে মারিয়ামকে (আঃ) এর সাক্ষাত লাভ করবে” ।

(আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১০)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৪০৫

# কুরআন অনুধাবন (লেকচার ও প্রশ্ন-উত্তর পর্ব)
# - শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি

Boktiar

Member

০৬-১৭-২০১৬

মহান আল্লাহ কুরআনের একটি আয়াতে আহলুল কিতাবদের সম্পর্কে বলেছেন "আর তাদের (ইয়াহুদিদের) মধ্যে রয়েছে নিরক্ষর লোক,যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া তাদের কিতাব সম্পর্কে জানে না,আর সেগুলো তো তাদের অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরাহ আল বাকারাহ,২ : ৭৮)

এই আয়াতে বলা হয়েছে, আহলুল কিতাবদের মধ্যে এমন অনেক নিরক্ষর (এখানে নিরক্ষর বলতে বুঝানো হয়েছে যে তারা আল্লাহর কিতাব অনুধাবন করতো না) লোক ছিল,যাদের সাথে কিতাব থাকার পরও তাদের কাছে কোন দলীল ছিল না যে তাদের কিতাব আসলে কোন বিষয়ে আলোচনা করছে। তারা তাদের কিতাব থেকে সেগুলোই শিখতো, যেগুলো তাদের পার্থিব বিষয় সম্পর্কে মানানসই হতো। তারা সেখান থেকে যা কিছুই শিখতো, সেগুলো তারা বেছে বেছে গ্রহন করতো। যদি সেগুলোর মধ্যে কোনোটি তাদের পার্থিব জীবনের জন্য উপকারী হতো তবে তারা সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহন করতো, আর তা না হলে তারা সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতো।

তো এই আয়াত আসলে কি অর্থ প্রকাশ করে ? ইবন তাইমিয়াহ বলেছেন,"ইবন আব্বাস (রাঃ) ও কাতাদাহ (রাঃ) এই আয়াতের "উম্মিইয়্যুন" (নিরক্ষর) শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটি হল এমন – "তারা কিতাবের অর্থ বুঝতো না। তারা কিতাব শিখতো,তা মুখস্ত করতো আর না বুঝেই তাদের কিতাব তিলাওয়াত করতো। এই আয়াতে উল্লেখকৃত 'নিরক্ষর' শব্দটি দিয়ে এটি বুঝানো হচ্ছে না যে, তারা পড়তে বা লিখতে পারতো না। বরং তারা তাদের কিতাব পড়তো,মুখস্ত করতো আর সে কিতাব শিক্ষাও দিতো, যদিও তারা কিতাবের আলোচ্য বিষয় বুঝতো না। তারা কেবলমাত্র কিতাব তিলাওয়াত করেই সন্তুষ্ট হতো।" আমাদের এই বর্তমান সময়ে আপনি দেখতে পাবেন যে, টেলিভিশন স্টেশন আর

রেডিও স্টেশনগুলো কুরআন সম্প্রচার করছে। তারা এটি করে কারণ তারা জানে যে লোকেরা কুরআনের অনুসরণ করবে না, বরং তারা কুরআনের অর্থ না বুঝে কেবলই তা শুনে যেতে থাকবে। এমনকি ইসরাইলেও তারা কুরআন সম্প্রচার করে! এই সমস্যাটা আজ আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে। সুবহান-আল্লাহ! কুরআনের এই আয়াত যে অর্থটি নির্দেশ করছে ঠিক তেমন অবস্থাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু একটা বললেন, এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,"যখন ইলম হারিয়ে যাবে তখন এমনটি ঘটবে।" সাহাবীদের মধ্যে একজন [ইবন লুবাইদ (রাঃ)] বললেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম), ইলম কিভাবে হারিয়ে যেতে পারে যখন কিনা আমরা কুরআন অধ্যয়ন করছি, এটি আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দিচ্ছি আর আমাদের সন্তানেরা অন্যদের শিক্ষা দিবে ?" রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,"দুর্ভোগ তোমার জন্য! আমি ভেবেছিলাম তুমি মদিনার সবচেয়ে শিক্ষিত লোকদের একজন। তুমি কি দেখছো না, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে তাদের কিতাব (তাওরাত ও ইঞ্জিল) থাকার পরও সেখান থেকে তারা কোন উপকার পাচ্ছে না ?"

কুরআন তো সেলফে কাপড় দিয়ে ঢেকে সাজিয়ে রাখার মতো কিছু না। আবু দারদা (রাঃ) বলেন,"যখন শেষ যুগ আসবে, তখন তোমরা তোমাদের মসজিদগুলো আর মুসহাফগুলো (কুরআনের সংকলিত কপি যা আমরা একটি কিতাব হিসেবে দেখি) সাজিয়ে রাখবে,এটিই হল সেই সময় যখন তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, কারণ এটি একটি ইঙ্গিত যে তোমরা (কুরআনের) বিষয়বস্তুর তুলনায় এর প্রতীকের (কুরআন সাজিয়ে রাখার) পক্ষে অবস্থান গ্রহন করছো।"

আবু দারদা (রাঃ) এর সময়ে কুরআন লিখে রাখা হতো হাড়,পাতা আর চামড়ার টুকরোতে। আর বর্তমানে কুরআন এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয় যে, লোকেরা এমনকি সেটি ছুঁতে আর পড়তে চায় না, কারণ এটি তো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে! যদি লোকেরা দেখতো যে, কুরআনকে হাড় বা কোন টুকরোতে লিখে রাখা হয়েছে তবে তারা সাথে সাথেই বলতো যে, এমন কাজ করার মাধ্যমে কুরআনকে অসম্মান করা হয়েছে। এরপরও লোকেরা এটি চিন্তা করে দেখে না যে কুরআন

অনুসরণ না করাই হল কুরআনকে অসম্মান করা। কুরআন আমাদের জন্য কি করতে পারে, আর আমাদের কিভাবে আল্লাহর এই কিতাব অধ্যয়ন করা দরকার - সে পথ থেকে আজ আমরা হারিয়ে গিয়েছি। আল্লাহ বলেনঃ

"(এটি) একটি কিতাব (কুরআন),আমরা এটি তোমার উপর নাযিল করেছি (যা আল্লাহর) রহমতে পরিপূর্ণ,যাতে করে তারা এর নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আর জ্ঞানবান লোকেরা তা থেকে উপদেশ গ্রহন করে।" (সূরাহ সোয়াদ,৩৮ : ২৯)

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে (কুরআন অনুধাবনের ব্যাপারে) ?" (সূরাহ মুহাম্মাদ,৪৭ : ২৪) আল্লাহ আমাদেরকে কেবলমাত্র কুরআন তিলাওয়াতের জন্য আহবান করছেন না বরং তিনি আমাদেরকে আহবান করছেন কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য। আমাদেরকে "তাদাব্বুর" (গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা) করতে হবে।

সাহাবীরা কিভাবে কুরআন অধ্যয়ন করতেন ? আমরা এর একটি উদাহরণ হিসেবে আবদুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ) এর দিকে তাকাই। তিনি বলেছেন,"সুরা বাকারাহ হিফয করা শেষ করতে আমার ১৪ টি বছর সময় লেগেছে।" তিনি এটি করার পর খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন,তিনি বলেছেন,"আর এরপর আমি একটি উট জবাই করে লোকদের আমন্ত্রন করলাম।" এটি তার জন্য এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল যে, তিনি সেদিন এ কারনে লোকদের দাওয়াত করে রীতিমত উৎসবের দিন করে ফেলেছিলেন। আমরা এখন কুরআন এক বছরের মধ্যেই মুখস্ত করতে পারি, আবদুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ) এর ক্ষেত্রে কিভাবে দীর্ঘ ১৪ বছর সময় লাগলো ?

এর কারণ হল সেটিই,যা একজন তাবিঈন বর্ণনা করেছেন এভাবে – "আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কয়েকজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম, তারা আমাকে বললেন যে, তারা যেভাবে কুরআন অধ্যয়ন করতেন সে পদ্ধতি ছিল এমন – তারা দশটি আয়াত গ্রহন করতেন, এরপর সেই দশটি আয়াত অধ্যয়ন করতেন, তারা সেসব আয়াতে ঈমান,ইলম,হালাল ও হারাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করতেন, এরপর পরবর্তী দশ

আয়াতে চলে যেতেন। তারা সেই দশ আয়াত তাদের জীবনে প্রয়োগ করার আগ পর্যন্ত পরবর্তী আয়াতে যেতেন না,এটি তাদের জীবনে প্রানবন্ত ও দ্বিতীয় স্বভাব না হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা এমনটি করতেন। এটি শুধু একজন সাহাবী নয়, বরং অনেক সাহাবী কতৃক বর্ণিত হয়েছে।"

ইমাম আহমাদ আল গাযালি (রহ.) বলেন,"দশ বছর বয়সে আমি কুরআন হিফয করেছিলাম। আমি কুরআন হিফযের সেই পদ্ধতির (অনুধাবন না করে আর অর্থ না বুঝে শুদুমাত্র তিলাওয়াত করে হিফয করার পদ্ধতি) কারনে বড় হওয়ার পর যখন আল্লাহর কিতাব অনুধাবনের চেষ্টা করি, তখন আমার কাছে এই ব্যাপারটি খুবই কঠিন মনে হল কারণ আমাকে শুধুমাত্র আয়াতের পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমেই কুরআন হিফয করা শিখানো হয়েছিলো। এই চক্রটি ভেঙ্গে বের হয়ে আসার আগ পর্যন্ত আর আল্লাহর কালাম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার আগ পর্যন্ত আমাকে প্রচুর চেষ্টা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিলো।"

তিনি এমন একটি সমস্যার কথা বলেছিলেন যেটা বর্তমানে এই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়ও বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেছেন শিশুদের মধ্যে না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করে কুরআন হিফযের এক সাধারণ পদ্ধতির ব্যাপারে। আল্লাহর কিতাব বুঝার জন্য আমাদেরকে প্রচণ্ড রকম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। মূল ব্যাপার তো হল এই যে,আল্লাহ আমাদের উপর কুরআনের মণি-মুক্তো এমনিতেই বর্ষিত করবেন না। যদি আমরা এই কিতাব শেখার জন্য আর এটি থেকে হিদায়াত পাওয়ার জন্য আগ্রহী না হই, তবে এই কিতাব আমাদের কোন উপকার করবে না। এটি হল কুরআনের একটি আকর্ষণীয় দিক। আল্লাহ বলেনঃ

"আমি কুরআনে যা নাযিল করেছি তা হল মুমিনদের জন্য (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তা যালিমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"(সূরাহ আল-ইসরা,১৭ : ৮২)

কুরআন কিছু লোককে কাছে টেনে নিয়ে আসে আর কিছু লোককে দূরে সরিয়ে দেয়। যদি আপনি কুরআন থেকে উপকার পেতে চান তবে আপনি এটি থেকে সেটিই পাবেন, আর যদি তা না চান, এরপরও আল্লাহ তার কিতাবকে সম্মানিত করবেন। এটি হল মহান আল্লাহ'র স্বতন্ত্রতার অংশ।

এখানে আলোচ্য বিষয় এটি না যে সুরা বাকারা শিখার জন্য আমরা ৪০ বছর সময় ব্যয় করব বরং ব্যাপারটা হল এমন যে, আমরা যা শিখছি তা বাস্তবে প্রয়োগ করছি কিনা সেটি সুনিশ্চিত হওয়া। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,"এ পৃথিবীর শেষ যুগে বোকামিপূর্ণ চিন্তা আর ধারনা বিশিষ্ট যুবকদের দেখা যাবে। তারা ভাল কথা বলবে কিন্তু ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে ঠিক সেভাবে, যেভাবে তীর একটি ধনুক থেকে বের হয়ে যায়,তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না ..." (বুখারি)

এ যুগে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে বা শেষে। লোকেরা তাদের পুরো জীবন অতিক্রম করে কুরআনকে সেলফে বসিয়ে রাখার মাধ্যমে, আর যখন তারা মারা যায় তখন লোকেরা এটি সেলফ থেকে বের করে আনে আর সেখান থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করে, এরপর এই কুরআনকে আবারো সেই সেলফে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কোন একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় আর কেউ মারা গেলে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করা হয় – কুরআনের হক আদায়ের জন্য লোকেরা এসব করে! সুবহান-আল্লাহ! প্রথম যুগের মুসলিমদের (সাহাবীদের) জন্য আল্লাহ'র কিতাব ছিল একটি প্রবাহমান শক্তি। সাহাবীদের সেরকম ভিন্ন হওয়ার কারণ কি ছিল ? কারণটি ছিল কুরআন,আর কিছুই না। এই কুরআনই সাহাবীদের পুরোপুরি পরিবর্তন করে দিয়েছিলো তাদেরকে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরের মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে। আমাদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটবে যদি আমরা কুরআনের উপর তাতাব্বুর (গভীরভাবে চিন্তাভাবনা) করি।

মুজাহিদ (রহ.) ছিলেন কুরআনের মুফাসসিরদের মধ্যে একজন। তিনি ইবন আব্বাস (রাঃ) এর কাছে কুরআন শিখতেন। তার নাম তাফসিরের কিতাবগুলোতে উল্লেখ করা হয়। তিনি ছিলেন ইবন আব্বাস (রাঃ) এর একজন ছাত্র। বলা হয়ে থাকে, তিনি ইবন আব্বাস (রাঃ) এর সাথে তিনবার পুরো কুরআন তিলাওয়াত করেন,প্রত্যেক আয়াতে এসে পৌঁছানোর পর তিনি ইবন আব্বাস (রাঃ) কে সেই প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করতেন। মুজাহিদ (রহ.) বলেন,"প্রত্যেক আয়াত তিলাওয়াতের পর আমি থেমে গিয়ে ইবন আব্বাস (রাঃ) কে সেই আয়াতের অর্থ সম্পরলে জিজ্ঞেস করতাম।"

আল্লাহর কিতাবকে সাথে নিয়ে জীবন পরিচালনা করা আর একে খুব সিরিয়াসলি গ্রহন করা এটি দাবী করে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবকে ভালবাসবো। কুরআনের সাথে নিজেদের সংযুক্ত না রেখেই যদি আমরা তা তিলাওয়াত করি, তবে আমরা তা থেকে উপকার পাব না। এটি বুঝা যায় উসমান ইবন আফফান (রাঃ) এর এই উক্তি থেকে – "যদি অন্তরগুলো বিশুদ্ধ হয়, তবে সেগুলো আল্লাহর কিতাবের তৃষ্ণায় কখনও পরিতৃপ্ত হবে না।" আমরা যদি আল্লাহর কিতাবকে ভালবাসি, তবে আমরা কখনোই যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হবো না।

যখন তাবিঈনদের একজন ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন উমার এর জীবনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে চাচ্ছিলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমারের দাসের কাছে তার ইবাদাতের ব্যাপারে জানতে চাইলে সে বললঃ "তিনি সালাত আদায় করতে যেতেন আর মধ্যবর্তী সময়টাতে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।" এটি ছিল এমনই এক সাধারণ ব্যাপার। যদি তিনি ব্যাবসা বা অন্য কিছুর সাথে জড়িত না থাকতেন, তবে বাসায় থাকার সময়টাতে তিনি এটি করতেন। আমাদের জীবনের সাথে এর কি তুলনা হতে পারে যেখানে আমাদের মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হয় আর আমরা আল্লাহর কিতাব খুলেও দেখি না! আবদুল্লাহ ইবন উমারের জীবনটা কুরআনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

উসমান ইবন আফফান (রাঃ) কিয়ামুল লাইল (রাত্রিকালীন সালাত) শুরু করার পর দুই রাকআতে যে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করতেন তাতে তার রাত অতিবাহিত হয়ে যেতো,এরপরও তার সেই দুই রাকআত্ব সালাত শেষ হতো না। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর আমরা নিশ্চিত যে তিনি এতে কোন রকম বিরক্তি বা যন্ত্রণা অনুভব করতেন না, কারণ এটি ছিল আল্লাহর কিতাবের সাথে তার সম্পৃক্ততা। আল্লাহ তার জন্য এটি সহজ করে দিয়েছিলেন। রসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিয়ামুল লাইলের ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ "রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তার পায়ের চামড়া ফেটে যেতো। আমি তাকে (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম,"আপনি কেন এমনটি করছেন, যখন কিনা আপনার আগে-পরের সব পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে ?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,"আমি কি আল্লাহর শোকরকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবো না ?" (বুখারি ও মুসলিম)

রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু ) আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে সালাতে লিপ্ত হতেন যে, এর দীর্ঘতার কারনে তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন বিরক্তি আসতো না। অপর একটি হাদিসে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হল সালাত।"

আমাদের যেটা করা দরকার, সেটি হল আল্লাহর কিতাবের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা আর কুরআন অধ্যয়ন থেকে সরে না যাওয়া। অন্যান্য ইসলামিক জ্ঞান বিজ্ঞানও অধ্যয়ন করা ভালো তবে সেগুলো কুরআন অধ্যয়নের উপায়ে হতে দেওয়া যাবে না। অনেক সময় আমরা কুরআন বাদ দিয়ে সব কিছুই অধ্যয়ন করি, আর মনে করি যে আমরা অনেক কিছুই জেনে ফেলেছি। আমরা যদি কুরআন অধ্যয়ন না করি, তবে এটি চিন্তা করাটা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে যে, আমরা যা জানি তা আসলেই পর্যাপ্ত কিনা। কুরআন নিয়ে আমাদের একটি ব্যাপক বুঝ থাকা দরকার – সেটি কেবলমাত্র কোন একক ধাপে নয় বরং যে উপায়ে আমরা পৃথিবী দেখি আর বুঝি সে উপায়েও এটি করা দরকার।

এর একটি উদাহরণ হল - সাহাবীরা কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর এটি ছিল তাদের জন্য জ্ঞানের একমাত্র উৎস। ইসলামপূর্ব সময়ে তারা ছিলেন জ্ঞানহীন নিরক্ষর লোক। কোন এক ঘটনায় কয়েকজন সাহাবী দেখতে পেলেন যে, উমার ইবন আল-খাত্তাব (রাঃ) প্রথমে হাসলেন, আর এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। সাহাবীরা তার কাছে জানতে চাইলেন কি কারনে তার এমনটা হলো। তিনি বললেন,"আমি জাহিলিয়্যাহ'র দিনগুলোর কথা মনে করছিলাম। আমার কাছে খেজুরের তৈরি প্রতিমা থাকতো। একদিন আমি এতোই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম যে, আমি এর একটিকে খেয়ে ফেললাম। এটি মনে পড়ার পর আমি হাসলাম। আর এরপর আমি কাঁদলাম একারনে যে, আমার মনে পড়লো আমি একটি গর্ত খুঁড়ে আমার মেয়েকে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিলাম। যখন আমি তাকে গর্তে রাখলাম, তখন সে তার হাত তুলে আমার দাঁড়ি থেকে ধুলো ঝেড়ে দিলো।"

মুসলিম হিসেবে এই ঘটনাগুলোর কারনে তিনি হেসেছেন আর এরপর কেঁদেছেন। ইসলামে না থাকা অবস্থায় এই মুহূর্তগুলো তার কাছে মজার বা দুঃখজনক ছিল না, বরং সেগুলো ছিল সাধারণ। ইসলামে না থাকা অবস্থায় খেজুরের তৈরি প্রতিমাকে সিজদাহ করার পর সেটিকেই খেয়ে ফেলা অবশ্যই চমৎকার আর

গ্রহণযোগ্য, আর একটি জ্যান্ত কন্যা শিশুকে হত্যা করাও গ্রহণযোগ্য। ইসলামই তো উমার (রাঃ) কে পরিবর্তন করে দিলো। আর এক্ষেত্রে মূল বিষয়টি ছিল কুরআন। সুতরাং সাহাবীদের মধ্যে কুরআন ছাড়া কিছুই ছিল না,তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষাও ছিল না। ইসলাম গ্রহনের পর তাদের কাছে ছিলো সে জ্ঞানটিই, যা তারা আল্লাহর কিতাব থেকে শিখতে পেরেছিলেন।

আনাস ইবন মালিক (রাঃ) এর মা উম্ম মাহারা (রাঃ) কুরআন অধ্যয়ন করে বুঝতে পেরেছিলেন যে আল্লাহর এ দ্বীন ইসলাম বিস্তার লাভ করবে আর ভুমি ও সমুদ্রপথে জিহাদ পরিচালিত হবে। তাই তিনি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে গিয়ে বললেন,"যারা সমুদ্রপথে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করতে বের হবেন, আমি তাদের মধ্যে একজন হতে চাই।" (নোটঃ মক্কা ও মদিনার লোকদের জন্য এটি ছিল অস্বাভাবিক, কারণ তারা সাধারনত সমদ্রপথে আসা যাওয়া করতো না। আরবদের কোন সামরিক নৌবাহিনী বা সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল না। তারা ভুমি ব্যবহার করেই ইয়েমেন ও শামের সাথে ব্যবসা করতো। উপকূলবর্তী লোকদেরই সমুদ্রের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ছিলো, আর সে সময় এমন কোন সাহাবী ছিলেন না যারা উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাস করতেন) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এ মহিলা সাহাবীর জন্য দুয়া করলেন যাতে তিনি সেই ব্যক্তিগুলোর মধ্যে একজন হতে পারেন। পরবর্তীতে মুওাওিয়া বিন আবি সুফইয়ান (রাঃ) এর খিলাফাহ চলাকালীন সময়ে যেসব মুজাহিদ সমুদ্রপথে জিহাদের জন্য যোগদান করেন, তিনি তাদের একজন হোন। কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আল্লাহ সমুদ্রপথকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবেন। আল্লাহ বলেছেনঃ

"তিনিই সমুদ্রকে (তোমাদের) অধীনস্থ করে দিয়েছেন,যেন তার মধ্য থেকে তোমরা তাজা মাছ খেতে পারো এবং তা থেকে তোমরা (মণিমুক্তার) গহনাও আহরণ করো,যা তোমরা পরিধান করো,তোমরা দেখতে পাচ্ছো কিভাবে এর বুকে জলযানগুলো এগিয়ে চলে, যেন এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো,(সর্বোপরি) তোমরা যেন তার (নিয়ামতের) কৃতজ্ঞতা আদায় করো।" (সূরাহ আন-নাহল,১৬ : ১৪)

যদিও তিনি কখনও সমুদ্রে যান নি,এরপরও তিনি কুরআন পাঠের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, একদিন এই দ্বীন ইসলাম সমুদ্রপথের মধ্য দিয়েও বিস্তার লাভ করবে। বর্তমানে বিশ অথবা ত্রিশ হাজার জাহাজ বিশ্বের সমুদ্রপথগুলোতে চলাচল করছে। সমুদ্রগুলো ভুপৃষ্ঠের ৮/১০ ভাগ অবস্থান জুড়ে বিরাজ করছে। এই জাহাজগুলোর একটিও মুসলিমরা নির্মাণ করে নি। একটি সাবমেরিনও মুসলিমরা তৈরি করে নি। সুতরাং উপরে উল্লেখ করা সেই আয়াতে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটির ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কোথায় ? কুরআন নিয়ে আমাদের অনুধাবনের অবস্থানটা কোথায় ? যদিও সাহাবীদের সাথে সমুদ্রের কোন সংস্পর্শই ছিলো না, কিন্তু এরপরও তারা অবিলম্বে নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। মুওাওিয়াহ ইবন আবি সুফইয়ান (রাঃ) ছিলেন ইসলামিক নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা, আর একই সাথে ইসলামিক বাণিজ্যিক নৌবহরের প্রতিষ্ঠাতাও, এরপর কয়েক শতাব্দির জন্য মুসলিমরা পুরো বিশ্বে প্রভাবশালী বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত হলো সেই সামরিক নৌবাহিনী আর বাণিজ্যিক লেনদেনের কারনে। সুতরাং এটি পরিস্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর কিতাব সঠিকভাবে অনুধাবনের ব্যাপারে আমরা অনেক দূরেই আছি।

আমরা আল্লাহর কাছে দুয়া করছি তিনি যেন আমাদেরকে তার দ্বীনের ব্যাপারে ফিকহ (বুঝ) দান করেন আর আমাদের সকলকে কল্যাণ দান করেন,আমিন।

**প্রশ্ন-উত্তর পর্ব**

(১) প্রশ্নঃ অনেক দেশের লোকেরা তাদের নিজেদের ভাষাই ঠিকমতো জানে না এরপরও তারা কুরআন আরবিতে পড়তে শিখে। এ ধরনের লোকেরা কি এটি থেকে কোন উপকার পাবে ? এ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আপনি কি উপদেশ দিবেন ?

উত্তরঃ আমি মনে করি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। সবাই আরবি না বুঝার পরও আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতে ভালবাসে, আর একারনেই দেখা যায় যে তারা না বুঝেই কুরআন তিলাওয়াত করে। আপনি কুরআন না বুঝে তিলাওয়াত করলেও সওয়াব পাবেন। কুরআন না বুঝে কেবল তিলাওয়াত করাটাও একটা ইবাদাত। এর ব্যাপারে যে দলীল আমরা পাই, সেটি হলো রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সে হাদিস,যেখানে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি

ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অক্ষর পড়বে তাকে একটি সওয়াব দেওয়া হবে, আর এই সওয়াবকে দশগুণ করা হবে। আমি বলছি না যে 'আলিফ,লাম,মিম' একটি অক্ষর, বরং আমি বলছি যে 'আলিফ' একটি অক্ষর,'লাম' একটি অক্ষর আর 'মিম' একটি অক্ষর।" (তিরমিযি) বেশ কিছু সূরা শুরু হয় 'আলিফ','লাম', 'মীম' - এ তিনটি অক্ষর দিয়ে; কিন্তু এই অক্ষরগুলো দিয়ে আসলে কি বুঝায় ? এমনকি আরবি ভাষীদের বেশীরভাগ লোকই এই অক্ষরগুলো কি অর্থ প্রকাশ করছে তা বুঝে না। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ অক্ষরগুলো বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো এই যে, বেশীরভাগ লোকেরই ধারনা নেই এই অক্ষরগুলো দিয়ে আসলে কি বুঝানো হচ্ছে, আর তাই এভাবে বলার মাধ্যমে এটি বুঝানো হলো যে লোকেরা কুরআন না বুঝে তিলাওয়াত করলেও সওয়াব পাবে।

কুরআন তিলাওয়াত করে সওয়াব পাওয়া একটা বিষয়, আরেকটা বিষয় হলো কুরআনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। আপনি আরবি শিখুন বা না শিখুন,আরবি জানুন বা না জানুন,কুরআন অনুসরন না করার জন্য সেটি কোন অজুহাত হতে পারে না। কুরআনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানার জন্য আপনি কুরআনের অনুবাদ পাবেন। আসল সমস্যাটা তো এটিই যে, একজন ব্যক্তি কুরআন কি বলছে তা জানার আর প্রয়োগের চেষ্টা করছে না। সুতরাং একজন ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের ভাষা না বুঝা সত্ত্বেও উচিত হবে সওয়াব আর বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কুরআন পাঠ করা। ভাষাটি না জেনেও এটি করা যায়। কুরআনের অর্থে তাতাব্বুর হলো এমন একটা ব্যাপার, যা কিনা কুরআনের অনুবাদ পড়েও করা যায়। কিন্তু এটি অবশ্যই কুরআন যে ভাষায় (আরবি) নাযিল হয়েছিলো, সে ভাষায় গভীরভাবে চিন্তা করার থেকে সবসময়ই কম কার্যকর আর অগভীর হবে। তাই লোকদের উচিত হবে কুরআনের ভাষাটি শেখা।

যে ভাষাটি পুরো বিশ্বজুড়ে ব্যবহার করা হয়,যেটা কিনা ইন্টারনেটের ভাষা, যে ভাষার কারনে পুরো বিশ্বে কর্মক্ষেত্রের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায় -যদি দুনিয়ার সে ভাষাটি (ইংলিশ) শেখার জন্য প্রচণ্ড রকম চেষ্টা করা যায়, তবে কেন আমরা এর থেকে বেশি পরিমান চেষ্টা করব না সে ভাষা শেখার জন্য, যেটা কিনা আমাদের পরকালের জীবনের ভাষা ?

আল্লাহ আপনাকে আপনার নিয়্যতের জন্য পুরস্কৃত করবেন। ইবন আল জাওজি (রহ.) বলেন, "হয়তোবা আল্লাহ আপনাকে কোন কাজ করার থেকে সেই কাজের নিয়্যতের জন্যই অধিকতর পুরস্কৃত করবেন।" সুতরাং আল্লাহ আপনার কাছে এটি চান যে, আপনি যেন চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন।

(২) প্রশ্নঃ সেই ব্যক্তিদের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন যারা বলে,"সাহাবীরা যেভাবে কুরআন বুঝেছিলেন আমাদের সেভাবে বুঝার দরকার নেই,আমরা আমাদের নিজেদের মত করেই কুরআনকে বুঝে নিবো ?"

উত্তরঃ আল্লাহ বলেছেনঃ

"(এ সকল নবীকে) আমি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ও কিতাব সহকারে পাঠিয়েছি, (একইভাবে আজ) তোমার কাছেও কিতাব নাযিল করেছি যাতে করে যে (শিক্ষা) মানুষদের জন্য তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তুমি তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাতে পারো,যেন তারা (নিজেরাও একটু) চিন্তা ভাবনা করে।" (সূরাহ আন-নাহল,১৬ : ৪৪)

আমরা কুরআনের ব্যাখ্যা পাই রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছ থেকে। আর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সরাসরি ছাত্র ছিলেন কারা? সাহাবীরা। তাই সাহাবীরাই হলেন কুরআন বাস্তবায়নের আদর্শিক প্রজন্মের উদাহরণ। কুরআন অনুধাবনের জন্য রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস আর সাহাবীদের জীবনী জানাটা খুবই প্রয়োজন। কোন বই-ই যথার্থ উদাহরণ ছাড়া অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আমরা যদি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছ থেকে ব্যাখ্যা গ্রহন না করি আর যদি খুলাফায়ে রাশিদিন যেভাবে কুরআনের আয়াতগুলো বুঝে নিয়েছিলেন তার দিকে না দেখি, তবে আল্লাহর কিতাবের আয়াতগুলো বুঝতে গিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমানে মতভেদ দেখা যাবে। কারণ আরবি একটি সমৃদ্ধশালী ভাষা,একটি শব্দের ১৫ টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকতে পারে। আমরা কিভাবে তার অর্থ বুঝতে পারব যদি আমরা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আর সাহাবীদের জীবনীতে ফিরে গিয়ে তাতে দৃষ্টিপাত না করি ?

আল্লাহর নাযিলকৃত আয়াতগুলো পুরোপুরিভাবে বুঝার জন্য আমাদেরকে সেই আয়াত নাযিলের পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝতে হবে। এর একটি উদাহরণ হলো এই আয়াতঃ

"... আর তোমাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।" (সূরা বাকারাহ,২ : ১৯৫)

মুসলিম ও রোমানদের মধ্যে একটি যুদ্ধ চলছিলো। এক মুসলিম সেনা মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হঠাৎ করে রোমানদের দিকে দৌড়ে গেলেন। তিনি রোমান সেনাদের মধ্যে একাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছু মুসলিম সেনা এটি দেখে বলে উঠলেন,"এই লোকটি তো নিজেই নিজের ধ্বংসের কারণ হলো (কারণ সে এটি করার মাধ্যমে প্রাণ হারালো)।" আবু আইয়ুব আল-আনসারি (রাঃ) বললেন, "তোমরা এই আয়াতের অর্থ বুঝলে না। এই আয়াত তো আমাদের (আল-আনসারদের) ব্যাপারে বলেছে। আল্লাহ যখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিজয়ী করলেন, তখন আমরা বলেছিলাম,"আল্লাহ যেহেতু এখন তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিজয় দান করেছেন, তাই আমরা আমাদের খামার ও ব্যবসাগুলোতে ফিরে যেতে পারবো, যেহেতু রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এখন বিজয়ী।" (নোটঃ আনসাররা ইসলামের জন্য ব্যাপক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন,এমনকি তাদের খামার ও ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছিলো,তাই তারা তখন বললেন যে তারা ফিরে গিয়ে তাদের খামার ও ব্যবসার দেখাশুনা করবেন।) এরপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, আমরা যদি তা করি তবে সেটি করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের ধ্বংসের কারণ হবো। যদিও রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বিজয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু এরপরও আমাদের উচিত হবে না রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ছেড়ে চলে যাওয়া, বরং তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথেই আমাদেরকে থাকতে হবে আর আমাদের ত্যাগ স্বীকার করা চালিয়ে যেতে হবে।"

আর এভাবেই আবু আইয়ুব আল-আনসারি (রাঃ) আমাদেরকে এই আয়াতের সঠিক বুঝটি দান করলেন। তিনি আমাদেরকে এটি না জানালে এই আয়াত সম্পর্কে এই বুঝটি আমাদের হতো না।

(৩) প্রশ্নঃ যেসব ভাই-বোনেরা আরবি বুঝেন না তাদেরকে আপনি কি কি বই অধ্যয়নের পরামর্শ দিবেন ?

উত্তরঃ আমি মনে করি যাদের কাছ থেকে এটি জানতে চাওয়া উচিত, আমি তাদের মধ্যে একজন নই, কারণ কুরআন সম্পর্কিত সকল কিতাব আমি আরবিতেই পড়েছি। সুতরাং আমি যা জানি সেটির ব্যাপারেই বলবো, আমি আরবি বইগুলোর ব্যাপারেই বলবো। কয়েক ধরনের তাফসীর আছে,এর মধ্যে একটি হলো তাফসীর বিল মাশহুর। এ ধরনের তাফসীর কিতাবে কুরআনের তাফসীর করা হয় কুরআনের আয়াত,হাদিস আর সালাফদের উক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে। এই শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কয়েকটি তাফসীর কিতাব হলো তাফসীরে আত্ব-তাবারী,তাফসীরে ইবন কাসির ও তাফসীরে আশ-শাওকানি। তাফসীরে ইবন কাসির হলো তাফসীরে তাবারীর সংক্ষিপ্ত সংস্করনের মতো একটা তাফসীর কিতাব,যেখানে ইবন কাসির ইসরায়েলি বর্ণনা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাফসীরে তাবারীতে এই ধরনের বর্ণনা প্রচুর দেখা যায়। যদিও ইবনে কাসির তার তাফসীরের কিতাবে তাবারীর মত ব্যাপকভাবে ইসরায়েলি বর্ণনা ব্যবহার করেন নি, কিন্তু তাবারী তার কিতাবে সেগুলোর কিছু বর্ণনা ব্যবহার করেছেন। আশ-শাওকানির তাফসীর কিতাবটি তাফসীর বিল মাশহুর হলেও এতে ভাষাগতভাবেও তাফসীর করা হয়েছে।

আরেক ধরণের কুরআন তাফসীর হলো যেগুলোতে কুরআনের ফিকহ এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যেমন ইমাম কুরতুবি রচিত আল-জামি আল-আহকামুল কুরআন। ভাষাগত তাফসীরের জন্য ইবন আল-জাওজির যা'দ আল-মাসীর কিতাবটি বেশ ভালো। কুরআনের বিভিন্ন শব্দের অর্থ খুঁজে দেখার জন্য এটি বেশ ভালো বই।

কুরআন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা আর ধারণা নিয়ে রচিত কিতাব, যেগুলো কিনা তাফসীরের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পড়ে না কিন্তু সেগুলো কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তার ফলাফল,এমন দুটো কিতাব হলো সায়্যিদ কুতুবের ফি জিলালিল কুরআন আর মাওদুদির তাফহিমুল কুরআন।

তাফহিমুল কুরআন থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলোঃ "এরপরও মনে রাখতে হবে, কুরআনের সারমর্মের পরিপূর্ণ উপলব্ধি তো এটি দাবী করে যে, কুরআন

প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এর সাথে কার্যকর সম্পৃক্ততা বজায় রেখে প্রবল প্রচেষ্টা করে যেতে হবে। কুরআন কোন দুর্বোধ্য তত্ত্ব ও শীতল মতবাদের কিতাব না যা কিনা এর পাঠক কোন হাতল বিশিষ্ট আরামদায়ক চেয়ারে বসে উপলব্ধি করতে পারবে, আর না এটি অন্যান্য ধর্মের বইগুলোর মত নিছকই একটি বই - যার গোপন রহস্য উপলব্ধি করার জন্য সেমিনার বা বাগ্মিতার প্রয়োজন রয়েছে। পক্ষান্তরে এটি হলো একটি বিপ্লবের উদ্দেশ্যে পাঠানো বার্তার প্রতিচিত্র ও পথনির্দেশিকা। এই কিতাব নাযিল হওয়ার পরেই বিচ্ছিন্নভাবে ও নির্জনভাবে থাকা এক সদয় হৃদয়ের মানুষকে এটি দিয়ে পুরোপুরিভাবেই পরিচালিত করা হলো আর তাকে জীবনযুদ্ধের ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হলো যাতে করে তিনি ভ্রান্তিতে ডুবে থাকা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। এই কিতাব তাকে অনুপ্রানিত করেছিলো মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে আর তাকে স্থির করে দিয়েছিলো কুফরের মানদণ্ডের ধারকদের বিপক্ষে এবং স্রস্টার অবাধ্যতার আর খামখেয়ালিপনা ও ভুল-ভ্রান্তির বিপক্ষে এক কঠোর সংগ্রামে।"

আমি মনে করি তিনি এখানে যা বলেছেন – "কুরআন কোন দুর্বোধ্য তত্ত্ব ও শীতল মতবাদের কিতাব না যা কিনা এর পাঠক কোন হাতল বিশিষ্ট আরামদায়ক চেয়ারে বসে উপলব্ধি করতে পারবে ..." –সাহাবীদের ক্ষেত্রে কুরআন অনুধাবন স্বতন্ত্র হওয়ার কারণ হলো, তারা কুরআন সাথে নিয়েই বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হয়ে জীবন পরিচালনা করছিলেন, তাদের জীবনের সাথে দাওয়াহ মিশে গিয়েছিলো। কেউ যদি দাওয়াহ করার সাথে সম্পৃক্ত না থাকে অথবা ইসলামের পথে সংগ্রামের মধ্যে না থাকে, তবে তার কুরআন অনুধাবনের কোন মূল্য নেই। আমি এখন একটি আরামদায়ক বিছানায় বসে পুরো কুরআন পড়ে শুনাতে পারবো,এর আয়াতগুলোর উপর গভীরভাবে চিন্তাও করতে পারবো, কিন্তু এ কাজটা করা আমি বর্তমান সময়ে বেঁচে থাকা কারও জন্য তারিফ করবো না। আমি এমন একটা ঘটনা প্রত্যাহার করতে পারি না যেটা এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। অবশ্য এর সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত কোন ঘটনা প্রত্যাহার করা যায়। উদাহরণ হিসেবে তাকদিরের অন্তর্ভুক্ত বিষয় আল-কদরের ব্যাপারে বলা যায়। আল্লাহ বলেছেন,"মৃত্যুর সময়টি এগিয়েও যাবে না বা এতে দেরিও হবে না।" মৃত্যুর সময়টি নির্ধারিত, আর আমরা এই মৃত্যুর ধারনাটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি এবং আপনাদেরকে এর উপর ঘণ্টাব্যাপী একটি সিরিজ লেকচারও দিতে পারি যে,

আল্লাহ কিভাবে মৃত্যুকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন আর আপনি আপনার সেই নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট পূর্বে মারা যেতে পারবেন না বা এক মিনিট পরও বেঁচে থাকতে পারবেন না।

একজন ভাই আমাকে বসনিয়ার একটি ঘটনা সম্পর্কে বললেন। দুই ভাই একটি পরিখার মধ্যে ছিলেন, সার্বস কতৃক নিক্ষিপ্ত একটি মিসাইল তাদের দুজনের মধ্যে ভূপাতিত হয়ে সেটি বিস্ফোরিত হলো আর এক ভাই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। মিসাইলটি সেই ভাইটিকে টুকরো টুকরো করে ফেললো, অথচ অপর ভাইয়ের শরীরে আঁচড়ও পড়েনি,তার কিছুই ঘটলো না! বেঁচে থাকা সেই ভাইটি তার নিজের চোখের সামনেই মৃত্যুকে দেখলেন,তিনি দেখলেন তাদের উভয়ের মাঝে একটি মিসাইল ভূপাতিত হওয়ার পর তার অপর ভাইকে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে। এখন বেঁচে থাকা সেই ভাইকে আল-কদর নিয়ে হাজারটি লেকচার দিলেও তিনি তার চোখের সামনে যে প্র্যাক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন সেটির মত মূল্যবান হবে না সেই লেকচারগুলো। সুতরাং অনেক সময় অভিজ্ঞতা একজন ব্যক্তির উপর খুবই প্রভাব রাখে।

কুরআনের অনেক আয়াতেই সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,খন্দকের যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

“যখন (ভয়ে) তোমাদের চোখ বিস্ফোরিত হয়ে পড়েছিলো,প্রান হয়ে পড়েছিলো কণ্ঠাগত ...” (সূরাহ আল-আহযাব,৩৩ : ১০)

আমরা সাহাবীদের সেই অনুভূতি সত্যিকার অর্থে কখনোই অনুভব করতে পারবো না যদি না আমরা তাদের মত সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাই। এ কারনেই যারা দাওয়াহ’র কাজ করেন, তারা কুরআনে বর্ণিত নবী-রসূলদের ঘটনা আর দাওয়াহ সম্পর্কিত ঘটনাগুলোর মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণের মতো কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছেন, তিনি নুহ (আঃ) এর কাহিনী উপলব্ধি করতে পারবেন; যিনি দুর্নীতি,অবক্ষয় ও স্বেচ্ছাচারিতাযুক্ত পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন, তিনি লুত (আঃ) এর সংগ্রাম সম্পর্কে আনুধাবন করতে পারবেন; কিন্তু যিনি এসব সংগ্রাম থেকে দূরে থেকে আরামদায়ক পালঙ্কে বসে আছেন আর সত্যিকারের দুনিয়া থেকে দূরে সরে আছেন, তিনি কেবলমাত্র তত্ত্বই অধ্যয়ন করে যাচ্ছেন,আল্লাহই ভালো জানেন।

(৪) প্রশ্নঃ কুরআন তিলাওয়াতের সবচেয়ে সেরা উপায়টি কি ? আমরা কি কেবল সিডি থেকে কুরআন শুনতে পারি আর কুরআন তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াতের অনুসরণ করতে পারি ?

উত্তরঃ এটি নির্ভর করে ব্যক্তি কি আরবিতে কথা বলতে পারেন নাকি পারেন না সেটির উপর। কারণ আরবিতে কথা বলেন না, অথবা আরবিতে কথা বলতে পারেন এমন একজন ব্যক্তিও অনেক সময় তাজবিদের আহকাম সম্পর্কে পরিচিত থাকেন না। আমি বলবো যে, শুরুতেই এমন কারও সাথে শেখা গুরুত্বপূর্ণ যিনি তাজবিদের আহকাম সম্পর্কে জানেন। শুরুতেই এটি করার মাধ্যমে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হবে, এরপর ব্যক্তি নিজের মত করে শুরু করতে পারেন। সিডি অথবা টেপে রেকর্ড করা তিলাওয়াত শুনার ব্যাপারটা ভালোই, কারণ আপনি আহকামের সাথে তিলাওয়াত শিখতে পারছেন। কিন্তু আপনার যদি আহকাম জানা না থাকে, তবে আপনি তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখতে পারেন, আর সেটি ভুল উপায়ে মুখস্ত করার একটা সম্ভাবনাও থাকে।

সুতরাং এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন তিলাওয়াত প্রাথমিক ধাপে এমন কারও সাথে শিখবেন, যিনি তাজবিদের সাথে পরিচিত। আমি এমন লোকের কথাও জানি, যিনি তাদের কাজের ফাকে কুরআন শুনার মাধ্যমে কুরআন মুখস্ত করেছেন। একজন ব্যক্তি সিডি বা টেপ থেকে কুরআন শোনার মাধ্যমে পুরো কুরআন মুখস্ত করতে পারে। সুতরাং আমাদের উচিত আমাদের কর্মক্ষেত্রে আসা যাওয়ার সময়টির সদ্ব্যবহার করা।

(৫) প্রশ্নঃ আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে সরকারের আইন দিয়ে শাসনের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কি হওয়া উচিত, যেহেতু বর্তমানে আল্লাহর কিতাবের প্রয়োগ হচ্ছে না, আর চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের প্রচেস্টার বিশ্বায়ন ঘটছে ?
উত্তরঃ আল্লাহর কিতাবই আমাদের আইন, আর এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে – সামাজিক,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রভাবিত করবে। কুরআন এমন একটি কিতাব যা আমাদেরকে জীবনযাপনের পথ দেখিয়ে দেয়,এই কিতাব কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি এমনই এক ব্যাপার যে, এটি সাথে নিয়ে এটির জন্য আমাদের এখন সংগ্রাম করে যেতে হবে, যেমনটি আপনি বললেন যে আল্লাহর কিতাবের প্রয়োগ হচ্ছে না।

আর একই সাথে আমরা কোন বলির পাঁঠা খুঁজে তার উপর দোষ চাপিয়ে দিতে চাই না। আমি কেবল মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলোকেই আবশ্যকভাবে সমস্যা হিসেবে দেখতে চাই না। মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলো তো আমরাই তৈরি করেছি। আপনাদের পরিস্থিতিই নির্ধারণ করে দিবে আপনাদের শাসকদের পরিস্থিতি। আমরা যদি এদের থেকে অধিকতর ভালো কিছু আশা করি তবে আল্লাহ আমাদেরকে এই অত্যাচারী সরকার দিয়ে শাস্তি দিবেন না, কারণ আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং ব্যক্তি হিসেবে আমাদেরকে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। হ্যা,সবাইকেই দাওয়াহ করতে হবে কিন্তু একই সাথে কুরআন প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাদের নিজেদের জীবনে,আমাদের পরিবারে, আর পুরো সমাজ ও সরকার ব্যবস্থায় আমাদের দাওয়া ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে যে আল্লাহর আইনেরই প্রভাব বিস্তার করা দরকার।

(৬) প্রশ্নঃ সোমালিয়াতে আমরা কুরআন মুখস্ত করি আর আরবিও পড়তে পারি, কিন্তু আমরা আরবিতে যা পড়ছি তা বুঝতে পারি না। এ ধরণের পরিস্থিতির ব্যাপারে আপনি কি পরামর্শ দিবেন ?

উত্তরঃ আপনার ভাষায় পাওয়া যায় বা আপনি জানেন এমন কোন ভাষায় রেফারেন্স পেলে তা ব্যবহার করতে পারেন, আর আরবি শেখার চেষ্টাও করে যেতে পারেন, কারণ ইতিমধ্যেই আপনার মধ্যে আরবি বর্ণমালা শেখার ও পড়ার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, আর এটি তো অনেক বড় একটা কৃতিত্ব। আমরা যে আরবি বর্ণমালাগুলো পড়ি সেগুলো একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং আরবি বর্ণমালা পড়তে ও লিখতে পারা হলো প্রথম ধাপ। আরবি ব্যাকরণ ও শব্দতালিকা জানার জন্য এটি দরকার। কিন্তু কুরআন অনুধাবনের জন্য কারো উচিত হবে না আরবি শেখার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করা। এরপরও আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে এবং আমাদের জানা ভাষাতে আমরা যা কিছু পড়তে পারি সেগুলো পড়তে হবে যাতে করে আমরা যতদূর সম্ভব কুরআন অনুধাবন করতে পারি।

(৭) প্রশ্নঃ ইবন তাইমিয়াহ'র সেই বক্তব্যের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলাম, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, যদি কেউ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান দিয়ে শাসন করে তবে সে কাফির।

উত্তরঃ আপনি ইবন তাইমিয়াহ (রহ.) এর যে মতামতটি উল্লেখ করলেন, সেটি তো প্রত্যেক জ্ঞানী মুসলিম আলিমদেরই মতামত যে, কেউ যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন না করে তবে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়। এটি এমনই এক ইস্যু যে ব্যাপারে আর কোন বিতর্কেরই অবকাশ নেই।

আপনার প্রশ্ন হলো, এই ধরনের মুসলিম সরকারগুলোর সাথে কিভাবে আচরন করা উচিত। প্রত্যেকটা সম্প্রদায় তাদের নিজেদের ইস্যু সামলায়,এটি গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলিম হিসেবে আমাদের সেসব ইস্যু নিয়ে কাজ করতে হবে, যেগুলো উম্মাহ'র সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ইস্যু ও প্রয়োজনীয় (যেমন – এখানকার দাওয়াহ ও এখানকার মুসলিমদের জন্য এখানে প্রতিষ্ঠান তৈরি করা), সেগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আপনি যদি কোন মুসলিম দেশে বাস করেন, তবে জবাবটি ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু আমাদের উচিত হবে না আফগানিস্তান,মিশর বা অন্য কোন দেশে কারো কি অমুক কাজ করাটি উচিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে কোন অনুমান বা ধারনা করা, কারণ মুসলিম হিসেবে আমরা সে স্থানে সে পরিস্থিতিতে নেই। আমাদের উচিত হবে নিজেদের সম্প্রদায়ের দিকে নজর দেওয়া, আর এটি করা প্রয়োজন, কারণ সে স্থানগুলোর প্রয়োজনগুলো দেখভাল করার জন্য সেখানে মুসলিমরা রয়েছেন।

ব্যাপারটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝানোর জন্য একটি ঘটনা বলছি। একজন ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে এসে উমার ইবন আল-খাত্তাব (রাঃ) কে বললেন,"আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই," আর লোকটি তার প্রশ্ন জানালো। উমার (রাঃ) জানতে চাইলেন, "আপনি যেটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন তা কি আসলেই ঘটেছে ?" লোকটি জবাব দিলেন,"না।" উমার (রাঃ) বললেন, "আপনি ইয়েমেনে ফিরে যান, আর আপনি আসবেন এটি ঘটবার পর আসবেন। তখন আমি আপনার জন্য বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন করা সব সাহাবীদের একত্রিত করে তাদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করবো, এরপর সে ব্যাপারে আপনাকে জবাব দিবো।"

এই ঘটনা থেকে আমরা দুটো বিষয় শিখতে পারি –

(১) উমার (রাঃ) কাল্পনিক কিছুর পিছে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যদি আমাদের সাথে ঘটনাটি সম্পর্কিত থাকে তবে আমরা সে ব্যাপারটি দেখবো,আর

যদি সম্পর্কিত না হয়, তবে সেটি সম্পর্কিত হওয়ার পরই সে ব্যাপারে আমরা হাত দিবো,এর আগে নয়।

(২) ফাতওয়া দেওয়া কোন সহজ ব্যাপার নয়, আর উমার (রাঃ) এর মতো একজন আলিম এ কথা বলেন নি যে, "আমি তোমাকে জবাব দিবো," বরং তিনি বললেন আমি আপনার জন্য বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন করা সব সাহাবীদের একত্রিত করে তাদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করবো, এরপর সে ব্যাপারে আপনাকে জবাব দিবো।"

মুসলিম দেশের সরকারগুলো যা করছে তা অবশ্যই দুর্নীতি ও মিথ্যা,তারা উম্মাহকে ভুল পথে চালিত করছে আর পথভ্রষ্ট করছে। কিন্তু আমাদের সমস্যাগুলোর দেখাশুনা করা দরকার। আমরা প্রধানত অমুসলিম সমাজে বাস করছি। আমাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বাধীনতা রয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন এর কি পরিমান আমাদের থাকবে অথবা কতদিন ধরে এটি চলতে থাকবে, কিন্তু আমাদের কিছু তো আছে। আমাদের স্বাধীনতা আছে কোন প্রতিষ্ঠান গঠন ও সংগঠিত করার, কিন্তু আমরা এটি করছি না।

এখনও আমরা এমন সব ইস্যু নিয়ে লেগে আছি যেগুলোর ব্যাপারে অনেক আগেই আমাদের হাত দেওয়া উচিত ছিলো। বন্ধক রাখার ইস্যুটির ব্যাপারে এখন আমরা জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছি। কেন এমনটি ঘটছে যে আমরা এমন কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করছি না যেটা কিনা মুসলিমদের হালাল অর্থায়নের যোগান দিবে ? কেন এমনটি ঘটছে যে এখনও আমরা হালাল-হারাম মাংসের ব্যাপারটি নিয়ে লেগেই আছি, আর এই ব্যাপারে কেনই বা আমরা আগে থেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করি নি ? ইস্যুগুলো বারবার আমাদের সামনে চলে আসছে,সংগঠিত করা আর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করার সক্ষমতা এবং এই সমস্যাগুলোর দেখভাল করার ক্ষমতা এই উম্মাহ'র আছে,তবে আমরা তা করছি না,কেন ? কারণ আমরা কাল্পনিক কিছু সমস্যার পিছে লেগে আছি আর আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলোর কোন পরোয়া করছি না।

বার্নার্ড লুইসের একটি উক্তি হলো,"যখন কোন সম্প্রদায় সমস্যাগ্রস্ত হয়, তখন সেটির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য দুটো উপায় আছে – (১) প্রথমে জানতে হবে আমাদের সাথে কে এমনটি করলো? (২) এরপর জানতে হবে আমাদের

সাথে কেন এমনটি ঘটলো? যদি লোকেরা জানতে চায় যে 'আমাদের সাথে কে এমনটি করল', তবে তারা তাদের সেই শত্রু খোঁজা শুরু করবে যাতে করে তাদের নিজেদের সমস্যা ধামাচাপা দিয়ে শত্রুর নিন্দা করতে পারে। কিন্তু যদি তারা নিজেদেরকে এই প্রশ্ন করে – 'আমাদের সাথে কেন এমনটি ঘটলো', তবে তারা তাদের নিজেদের দুর্বলতা দেখার সমাপ্তি টেনে তাদের সাথে যা ঘটছে সেটির সমাধান খোঁজা শুরু করবে।"

পাশ্চাত্যে বাসকারী মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে আমি মনে করি, আমাদের ইস্যুগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে যত্নবান হতে হবে, এবং আল্লাহ আমাদেরকে যে সম্পদ,দক্ষতা,জ্ঞান দিয়েছেন আর এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু দেখাশুনার ব্যাপারে এখানে আমাদের যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা আছে, সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

হে আমার ভাই ও বোনেরা,দাওয়াহ করার মাধ্যমে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া ছিলো আম্বিয়াদের একটি বড় ভুমিকা। আমেরিকাতে ছয় থেকে আট মিলিয়ন মুসলিম রয়েছে। আপনি আমেরিকার অমুসলিম লোকদের উপর একটি জরিপ করে দেখতে পারেন, যার ফলাফল হবে এই যে তাদের মধ্যে নব্বই শতাংশ অথবা এর বেশী লোকের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান খুবই কম আছে, অথবা কোন জ্ঞানই নেই। আমরা আসলে কি করছি ? রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) একাই মক্কায় দাওয়াহ করতেন, এরপর এটি পুরো বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং আমাদের সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, যেগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদেরকে আল্লাহর বানী বহন করতে হবে। দাওয়ার ক্ষেত্রে নবী রসূলদের পদ্ধতি ছিলো এই যে তারা তাদের নিজ সম্প্রদায়ের আসল সমস্যাগুলোর সাথে মোকাবিলা করতেন, আর এই কাজটা খুবই কঠিন। আপনি যখন মানুষদের ভুলগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন, তখন তারা সেটি পছন্দ করবে না। এর থেকে সবচেয়ে সহজ আর সুবিধাজনক হলো কারো সমস্যা সম্পর্কে কথা বলা যেটা কিনা মানুষেরা শুনতে পছন্দ করে। আমি যদি এখন দাঁড়িয়ে মুসলিম সরকারগুলোর কুফরের ব্যাপারে খুৎবা দেই তবে মানুষেরা এটি শুনতে পছন্দ করবে। আমি যদি আমেরিকাতে এরকম কোন খুৎবা দেই তবে মানুষেরা এটি পছন্দ করবে আর এটি করাও খুব সহজ। আমি দাঁড়িয়ে বলতে পারি,"ঐসকল রাজা আর প্রেসিডেন্ট সবাই কাফির," – এটি করা সহজ, কিন্তু

এতে মানুষদের কি লাভ হবে ? কিন্তু আমি যদি কোন সমাবেশে তাদের সমস্যার কথা বলি,যার ফলে কোন একজন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে অপছন্দনীয় হয়ে পড়ে, তবে তারা এটি শুনতে পছন্দ করবে না। আমরা পছন্দ করি বা না করি,এটিই ছিলো নবী রসূলদের দাওয়ার পদ্ধতি।

লুত (আঃ) তার জাতিকে সেটিই বলতে পারতেন যা বলেছিলেন শুয়াইব (আঃ) – "কেন আপনারা ব্যবসার ক্ষেত্রে ন্যায্য নন ?" মাদিয়ানের লোকদের দিকে দেখুন,যারা তাদের ব্যবসার কাজে প্রতারণা করতো। লুত (আঃ) খুবই জনপ্রিয় হতেন যদি তিনি তার জাতিকে এরকম কিছু বলতেন, কারণ এটি বলার মাধ্যমে তাদের প্রতিবেশী দেশের খারাপ পরিনতি জানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটি করলেন না,তিনি তাদেরকে এমন কিছু সম্পর্কে বললেন যা তারা শুনতেই চাইতো না,সেটি ছিলো তাদের বিকৃতি সম্পর্কে। তিনি তাদেরকে বলেছেন সমকামিতা সম্পর্কে ও এর মন্দ পরিনাম সম্পর্কে, আর তারা এটি শুনতে চায় নি। শুয়াইব (আঃ) তার জাতিকে ব্যভিচার ও অবৈধ যৌন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলেন নি। তিনি তার জাতিকে তাদের ব্যবসায় মন্দ লেনদেনের ব্যাপারে বলেছেন। লোকেরা তার কথা শুনে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। তারা বলল,"ব্যবসার সাথে তোমার ইবাদত আর ধর্মের কি-ই বা করার আছে ? তুমি কেন শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে কথা বলছো না ? তুমি ব্যবসা করবে কিভাবে ?" – এটি হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের একটি পুরনো রূপ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত কোন মতবাদ নয়,এটি শুয়াইব (আঃ) এর সময় থেকে চলে আসছে। শুয়াইব (আঃ) এর জাতির লোকেরা তাকে বলেছিলো ধর্ম থেকে ব্যবসা পৃথক রাখার জন্য।

(৮) প্রশ্নঃ কুরআনের আয়াত বাসায়,দেওয়ালে,মসজিদে ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখার বিধান সম্পর্কে জানাবেন কি ? আমি শুনেছি এটি করাটা বেমানান,এটি কি সত্যি ?

উত্তরঃ আমার জানা নেই যে এটি বেমানান। আমি মনে করি আপনি যে কারনে এটি শুনেছেন সেটি হলো আমাদের আলোচনায় যা বলা হয়েছে সেটির কারনে,আমরা বলেছিলাম এটি হলো প্রতীকী। কিন্তু কুরআনকে উপকারের কাজে ব্যবহার করতে হবে,কেবল প্রদর্শনের জন্য কুরআন ব্যবহার করা উচিত নয়।

(৯) প্রশ্নঃ কুরআন তিলাওয়াত করতে ইচ্ছুক একজন অনারব শিশু (৪ বছর বয়স) কুরআন তিলাওয়াত করার সময় আয়াতগুলো মিশিয়ে ফেলছে,তার ব্যাপারে অনারব অভিভাবকের কি করা উচিত হবে ? শিশুকে নিরুৎসাহিত না করেই কিভাবে তাকে এটি করা থেকে থামিয়ে রাখা যাবে ?
উত্তরঃ আমি মনে করি এর জবাবটি সহজ। আপনার শিশুকে বলতে পারেন,"এগুলো হচ্ছে আল্লাহর কথা, আর এই কথাগুলো নিয়ে তোমার এমন করাটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি আল্লাহর এই কথাগুলো যেমন খুশি সেভাবে উচ্চারন করতে পারো না। তুমি যদি না জেনে থাকো, তবে এতে লজ্জার কিছু নেই যে তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করা দরকার।"

আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে সৎ থেকে তাদেরকে শিক্ষা গ্রহন করতে দিন,তারা যদি আয়াত না জানে তবে তাদেরকে থেমে সেটির ব্যাপারে সাহায্য চাওয়ার জন্য বলুন। যেসব শিশুরা দায়িত্বশীলতার বয়সে পৌঁছায় নি,তাদের কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি দেখে আমাদের খুব বেশী খুঁতখুঁতে হলে চলবে না। আমাদের উচিত হবে তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের সেরাটাই চেষ্টা করা। তারা ভুল করতেই পারে, আর আমি বলবো এটা তো রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ হাদিসের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য – এক ব্যক্তি তার উট হারিয়ে ফেললো। সে তার উট খোঁজা শুরু করলো। সে মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো, কারণ মরুভূমির মধ্যবর্তী জায়গায় তার উট হারিয়ে ফেলার মাধ্যমে তার পরিবহন আর সম্পদ চলে গেলো। এরপর তার উট তার কাছে ফিরে আসলে সে আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহকে বলে উঠলো,"আপনি আমার গোলাম আর আমি আপনার রব।" অথচ তার তো বলার কথা ছিলো "আমি আপনার গোলাম আর আপনি আমার রব।" সে এমন একটি ভুল করলো যা একটি শিরক। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,"এই ব্যক্তির উট ফিরে আসার পর সে যেমন খুশি হয়েছে,আল্লাহ তার বান্দার তাওবা করার কারনে তার থেকেও বেশী খুশি হোন।" সুতরাং কোন শিশু কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে ভুল করলে তাদেরকে সংশোধন করে দিতে হবে, আর এই ভুলটা যে কঠিন একটি ভুল, সেটি তাদের বুঝাতে হবে, কিন্তু তাদেরকে কখনোই কুরআন তিলাওয়াতে নিরুৎসাহিত করা যাবে না।

(১০) প্রশ্নঃ কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার আর সেগুলো আমাদের জীবনে প্রয়োগ করার ধাপগুলো কি কি ? এ ব্যাপারে আমরা কিভাবে এগুবো?

উত্তরঃ প্রথমে আপনাকে কুরআন সঠিকভাবে অনুধাবনের ব্যাপারে নিয়্যত ঠিক করতে হবে, যা কিনা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। আল্লাহর কিতাব বুঝে বুঝে তিলাওয়াতের সিদ্ধান্ত ও নিয়্যত হলো অনেক একটি বড় ধাপ – "হে আল্লাহ,আমি আপনার কিতাবটি অনুধাবন করতে চাই, আর আমি সেটি করতে যাচ্ছি," এটি আপনার জন্য দরজা খুলে দিবে। কারণ আমাদের বুঝের পিছনে কিছু অপরিহার্য ব্যাপার রয়েছে, যেহেতু এটি আল্লাহর বানী। আল্লাহ বলেছেন,"আল্লাহকে ভয় করো,আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দিবেন।" আমাদের মধ্যে যখন তাকওয়া আসবে তখন আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলো উন্মুক্ত করে দিবেন আর তার জ্ঞান থেকে আমাদের নূর দান করবেন।

দ্বিতীয়ত,আমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করবো,তখন সূরা,জুয বা কুরআন শেষ করার দিকে আমাদের মনোযোগ দিবো না, বরং আমাদের মনোযোগ থাকবে আমরা যা তিলাওয়াত করছি সেটির দিকেই। ইবন সাউদি বলেছেন,"যখন তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো, তখন তোমাদের এমনভাবে তিলাওয়াত করা উচিত হবে না যেন তোমরা সবজি বিক্রি করছো (সবজি বিক্রেতা সবজি বিক্রি করার সময় চিন্তা করতে থাকে যে কখন তার সব সবজি বিক্রি করা শেষ হবে) – কুরআনের সাথে তোমাদের এভাবে আচরন করাটা উচিত হবে না। তোমরা যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করবে, কেবল সেগুলোর ব্যাপারেই তোমাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত হবে।"

তৃতীয়ত,অবিরতভাবে তিলাওয়াত করা,সবসময় তিলাওয়াত করা। আল্লাহর কিতাব বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা হয় নি (যেমন একটি অধ্যায় কাহিনী সম্পর্কে,একটি অধ্যায় আইন সম্পর্কে ইত্যাদি)। সবকিছুই একসাথে করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে সূরা তালাক থেকে একটি আয়াত দেখি,সেই আয়াতে পারিবারিক আইন ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের ব্যাপারে বলা হয়েছে। আপনি যখন সবসময়ই কুরআনের কাছেই থাকবেন,আপনি তিলাওয়াত করার সময় এমন কিছু পাবেন যেন সেটি আপনাকেই উদ্দেশ্য করে বলছে। এর কারণ হলো আল্লাহর কিতাব আপনার সাথে কথা বলছে। কুরআনের সাথে আপনার একটি সম্পর্ক

প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে,আল্লাহই ভালো জানেন। এটি প্রায়ই লোকদের ক্ষেত্রে ঘটে যে, যখন তারা কোন বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যান, সে পরিস্থিতে তারা কোন নির্দিষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করেন।

কিছু সাহাবীর ক্ষেত্রে ও এমনটি ঘটেছিলো যখন এই আয়াত নাযিল হলো – "ইমানদারদের জন্য কি এখনও সে সময়টি আসেনি যে আল্লাহর (আযাবের) স্মরণে আর আল্লাহ যে সঠিক (কিতাব) নাযিল করেছেন তার স্মরণে তাদের অন্তরসগুলো বিগলিত হয়ে যাবে ..." (সূরাহ হাদিদ,৫৭ : ১৬) – তখন কিছু সাহাবী এই আয়াত শুনে বিস্মিত হলেন, কারণ তার মনে করেছিলেন যে তারা ইতিমধ্যেই ঈমানদার বান্দা, কিন্তু তারা জানতেন না যে এমনকি তাদের জন্যও এটি মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন আছে,যা আল্লাহ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে তাদের মনে করিয়ে দিলেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

(১১) প্রশ্নঃ অমুসলিমরা অপবিত্র থাকার পরও কি তাদেরকে কুরআনের অনুবাদ দেওয়া যাবে ?

উত্তরঃ প্রথমত,আমাদের এখানের (পাশ্চাত্যের) পরিস্থিতিতে এ ব্যাপারে আমরা এমন সব লোকদের মুখোমুখি হয়েছি যারা ইংলিশে কুরআন পড়েন, আর এটিকে তো কুরআন হিসেবে বিবেচনা করা হয় না (অনুবাদকের নোটঃ বরং একে কুরআনের অনুবাদ বলা হয়, কুরআনের অনুবাদই কুরআন নয়)। সুতরাং কুরআনের ব্যাপারে যেসব বিধান আছে তা এখানে খাটছে না। আপনি যদি তাদেরকে কুরআনের এমন কপি দেন যেটাতে আরবি আছে, তবে আমি যে ফিকহের মতামতটির অনুসরণ করি সে অনুসারে বলতে পারি, যদি কপিটির বেশীরভাগ অংশই এর তাফসীর বা অনুবাদ হয়ে থাকে, তবে সেটিকে মুসহাফ (কুরআনের লিখিত রূপ) বলা যাবে না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,আমরা যদি এমন প্রতিটি জিনিষ - যেগুলোতে আল্লাহর আয়াত লিপিবদ্ধ করা আছে, সেগুলোর উপর তাহারাতের (পবিত্রতার) বিধান প্রয়োগ করি, তবে তাফসীরের প্রতিটি কিতাব,আরবিতে রচিত অনেক কিতাব আর প্রতিটি আরবি সংবাদপত্র যেগুলোতে সাধারণত কুরআনের একটি আয়াত থাকে –এগুলো স্পর্শ করার পূর্বে কি আমাদেরকে ওযু করে নিতে হবে ? না,যতক্ষন না পর্যন্ত এগুলোর অর্ধেকের বেশী অংশে আল্লাহ কিতাবের আয়াত

দেখা যাবে না, ততক্ষন পর্যন্ত একে কুরআন হিসেবে গণনা করা যাবে না। এর থেকে ভালো একটি বিকল্প আছে, সেটি হলো তাদেরকে কুরআনের এমন অনুবাদ দেওয়া, যেটাতে আরবিতে আয়াত নেই,আর এটি বর্তমানে সহজলভ্য।

(collected)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩২১৮